

لبنات النساء

অনন্দি ও আশলা

কোরেচ

বিশ্ববীয় আচার্য ফজরামতসহ

তাবিবজুর কিতাব



ধৰাৰ ৭০ বৎসৱেৰ সংগ্ৰহিত অনেক দুৰ্লভ ও মূল্যবান তাৰিখ ও তত্ত্ব-ষষ্ঠ শাখেৰ তাৰিখজ ও
মৰ্ত্ত এই ঘৰে সংহিতৰিষিত হৈয়াছে। বাজাৰে প্ৰকাশিত অৱগত তাৰিখ ও তত্ত্ব-ষষ্ঠ আৰু শাখায় যা
গীতোয়া যাই না, এমন দুৰ্লভ দেশ কিছু এ ঘৰে সংযোজিত।

আদি ও আসল

লোজ্জা তৰণেচা

তাৰিখজৰ কিতাব

৩

তত্ত্ব মন্ত্র সম্ভাৱ

(১ম খেকে ৭০ বৎ পৰ্যন্ত একত্ৰে)

সংকলন ও সম্পাদনায়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম চিন্তী
(তাৰিখ ষষ্ঠ বিশোৱাদ) এম. বি. ধ. এম. এ.

কলকাতা অলিয়া মদুসা, ভাৰত।

পৰিবেশনায়

বিদ্যা তাত্ত্বাৰ

কামৰূপ কাব্যাক্ষা (মনোসা অন্দিৰ)
খুবৰী, আসম, ভাৰত।

ভূমিকা

বিজ্ঞানের বর্তমান এই যুগে অনেকেই তাবিজ, তত্ত্ব-মন্ত্র বিশ্বাস করেন না। অনেকে আবার বিশ্বাস করে উপকারণ পেয়ে থাকেন। তাবিজ তত্ত্ব-মন্ত্রের সাহায্যে কেউ উপকারণ পেয়েছে এমন সংবাদ শুনে অনেকে হাসি-ঠাঠা-বিদ্রূপ করে থাকেন। তাবিজ, তত্ত্ব-মন্ত্র অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। সুতরাং আমি অনুরোধ করবো আপনারা একে হেয়ে জ্ঞান করবেন না।

যারা এই শাস্ত্র বিশ্বাস করেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ আমার এই গ্রন্থের তাবিজ ও মস্তুলাদি ঠিক মতো নিয়ম অনুসরণ করে নিখার সাথে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করে দেখুন। আমি নিজে অনেক পরিশ্রম করে দুর্লভ প্রস্তুত সংগ্রহ করে তা থেকে সংকলন করেছি। আমি নিজে প্রয়োগ করে অনেক আমল পরীক্ষা করে দেখেছি এবং যথাযথ উপকারণ পেয়েছি।

কোন গুরুতর আমল ও তাবিজের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞ কার্যকল ও বুদ্ধিগ্রাম আলিম, উস্তাদ অথবা পীর মাশায়েখ এর নিকট হতে অনুমতি লাভ করে নেয়া উচ্চতম। এতে তাদের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ পাওয়া যাবে এবং আবক্ষ কার্যে আশানুরূপ ফল দর্শিবে। আমি অত্র কিতাবের সংকলক সকল পাঠককে ভালোকাজের জন্য এজাজত দিলাম।

আমার বিশ্বাস এই ঘনে লিখিত নিয়মে তাবিজ কবজ করলে ভালো ফল পাবেন। জনসমাজে ও তাত্ত্বিকদের নিকট বইটি সমাদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর দরবারে সকলের জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন সকলকে কবুল করেন। এবং তাবিজ কবজকারীদের মনের নেক আশা পূরন করেন। সাথে সাথে আল্লাহ যেন আমাকেও কবুল করেন। আমিন।

এন্থাকার।

আদি ও আসল লজ্জাতুননেছা
তাবিজের কিতাব ও তত্ত্ব মন্ত্র সংস্কার
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম চিশ্টী
থ্র্যাম্বস প্রকাশ : ১৯২০ সাল।

প্রকাশক :
শামীম এন্টার থাইজ

গৃহস্থ : প্রকাশক
মুদ্রণ : গোহাটি আসাম।

হাদিয়া : ২১৬০.০০ টাকা মাত্র।

Adi O Asol Lozzatunnesa
Tabeger Ketab

By : Md Abul Kalam Chiste . Publisshed by : Samem
Anter Prese, DoVre, Assam, Varot.
Printers : Gohatte, Assam
First Edition : 1920

Hadea : 2160 Taka only.

প্রকাশকের নিবেদন

আমাদের মনে বঙ্গলিন ধরে আশা ছিল এমন একটি পুস্তক প্রকাশের যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অতি সহজে তাদের সর্ব মনকামনা পূর্ণ করতে পারেন। মহান আল্লাহ আমাদের সেই আশা পূরণ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের অর্থ ব্যয় লেখকের শৰ্ম সবই সার্থক হবে যদি পাঠকগণের নিকট এই পুস্তকখনি উপকারের মাধ্যম হয়। তবে আমি পুস্তকটি দেখে এবং পড়ে একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই ধরণের পুস্তক বাংলা ভাষায় এত সুন্দরভাবে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই।

আশা রাখি পাঠক এই পুস্তকের কার্যাবলী সঠিকভাবে প্রয়োগ করে উপকৃত হবেন। আমি ব্যক্তিগত ভাবে পুস্তকটি সুন্দর করার মান্যে বহুঅর্থ ব্যয় করে ভালো কাগজে ছেপেছি। তাবিজ ছাড়াও আমলের উচ্চারণ ও অর্থও অনেক ক্ষেত্রে সংযোজন করা হয়েছে। সকলই পাঠকদের সুবিধার্থে, যাতে এক জন সাধারণ পাঠকও এ পুস্তক থেকে উপকার পেতে পারেন।

পুস্তকটি সকলের নিকট গ্রহণ যোগ্য ও পাঠকদের উপকারে আসলেই আমার শৰ্ম ও অর্থ ব্যয় সার্থক হবে। সকলের মঙ্গল কামনা করছি। আমিন।

প্রকাশক।

সূচী পত্র

ক্রমিকা	মহরত সৃষ্টির তদবীর	৫
তাবিজ নেথার পিতির নিয়ম-কানুন	অবাধ নারীকে বাধা করার তদবীল	৫১
কোরআনে দেয়ার নির্দেশ	যামী স্তীর মনোমালিন দ্রু করিবার তদবীর	৫২
দোয়া সম্পর্কে হাদিস	ভালবাসা সৃষ্টির তদবীর	৫২
দোয়ার উপর্যুক্ত সময়	যামীকে যু ঘৃতাদের করার তদবীর	৫২
দোয়া করণ হওয়ার শর্ত	যুবরাজকে বৈচিত্র করিবার তদবীর	৫৩
দোয়ার আদব ও নিয়মাবলী	যুবককে তাদেরেনে বানানাপূর্ণ করার তদবীর	৫৪
তাবিজ নিখিকদের পালনায় বিষয়সমূহ	ভালবেসে মনের আশা পূর্ণ করার তদবীর	৫৪
তাবিজ নেথার নিয়ম ও আদব	বশিত্ত করিবার তদবীর	৫৪
পিতির তাবিজ নিখিক স্থির ভিত্তি সময়	মহরত করে বিবাহ করিবার তদবীর	৫৫
	বহুত্ব লাভের তদবীর	৫৬
	কোন মানুষকে বাধ্য করার তদবীর	৫৬
	ভালবাসা অন্য তদবীর	৫৭
	অবৈধ ধৰ্ম নষ্ট করা	৫৭
	স্তীর যামীর প্রতি মহরত বাড়িবার তদবীর	৫৮
	আশা আকাংখা পূর্ণ	৫৯
	মহরত লাভের তদবীর	৬০
	নিজ যামীকে বাধা করার তদবীর	৬০
	স্তীকে বশ আনার তদবীর	৬৪
	যামী-স্তীর মিলবের তদবীর	৬৪
	বিবাহ হওয়ার তদবীর	৬৫
	মহরত পয়দা হওয়ার তদবীর	৬৫
	যামী স্তীর মধ্যে মহরতের পয়দাশ তদবীর	৬৮
	যামীর বাঢ়ি হইতে পলায়নের তদবীর	৬৮
	যামী স্তীরমধ্যে অবিছেদ্য জন্মাইবার তাবিজ	৬৯
	বদমেজাজ যামীর বাগ করাইবার তাবিজ	৬৯
	বহুত্ব স্থাপনের তাবিজ	৭১
	গ্রিয় বাজিকে প্রেমান্তর করিবার তাবিজ	৭১
	প্রিয় বাজিকে প্রেমান্তর করিবার তাবিজ	৭২
	বদ মেজাজ যামীকে বাধা করার তাবিজ	৭২

কাহারো সাথে প্রশ়িত হাগন করার তদবীর
 শামী-ছাঁৰ অমিল হল মিলে তদবীর
 শামী-ছাঁৰ মধ্যে বেশী মহববতের তদবীর
 শামী-ছাঁৰ মধ্যে মহববত পয়সা করত
 প্রেমিকাকে বঁচীকরণের আচার্য তদবীর
 শামীকে ত্রৈয়া বাধাগত রাখার তদবীর
 অবেদ্ধ ভালবাস বিছিন্ন করার তদবীর
 অবেদ্ধ প্রেমে নষ্ট করার তদবীর

চতুর্থ অধ্যায়

মহববত, প্রশ়িত ও বিছেদের তাবিজাত

মহববতের তদবীর
 নিজ ছাঁৰ মহববত বাড়াবার তদবীর
 শামীকে বাধা করার তদবীর
 শ্রীকে বাধা করার তদবীর
 শামী-ছাঁৰ মিলনের তদবীর
 বিবাহ ইওয়ার তদবীর
 মহববত পয়সা ইওয়ার তদবীর
 শামী-ছাঁৰ বশিকরণের তদবীর
 বশীকরণের তদবীর

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তির তদবীর

মাথা বেদনার তদবীর
 মাথা বেদনার আরেকটি তাবিজ
 অর্ধ কগালী মাথা ব্যাথার তাবিজ
 দাঁত বা দস্তমাড়ি বেদনার তদবীর
 কান ব্যাথার তদবীর
 চোখের বেদনার তদবীর
 গলা ব্যাথার তদবীর
 রাত কানার তদবীর
 কলিজা বেদনার তদবীর

৭৩	গৰ্ভবতী মহিলার পেট ব্যাথার তদবীর	৮৭
৭৩	নাভীর ব্যাথার অন্য তদবীর	৮৮
৭৪	হাতের বেদনার তদবীর	৮৮
৭৫	নাভীর ব্যাথার তদবীর	৮৯
৭৫	গলাগন্ডের তদবীর	৮৯
৭৬	চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির তদবীর	৮৯
৭৭	খুজলি পাঁচড়ির তাবিজ	৮৯
৭৮	কলেরা মহামারীর তদবীর	৯০
	হৃদকল্পের তদবীর	৯০
		৯০

দেৱকনেৰ উন্নতিৰ তদবীর	১০০	শিশুৰ কানুৰ তদবীর	১৩৭
ধন দৌলত বুদ্ধিৰ তদবীর	১০০	বিপদ্মান্ত থাকা	১৪০
খণ্ড মুহূৰ হওয়াৰ তদবীর	১০০	ব্যথা ভয় পাওয়া	১৪০
ধনু হওয়াৰ তদবীর	১০১	অমণে নিৰাপদ থাকা	১৪১
ঝণ পরিশোধৰ তদবীর	১০১	বিপদাপদ দূৰ	১৪৩
চোখ ব্যাথাৰ তদবীর	১০২	বালা থেকে নিৱাপনে থাকাৰ তদবীর	১৪৪
ছিুনেৰ পানি পঢ়া	১০২		
সৱণ শক্তি বৃদ্ধিৰ তদবীর	১০৩	ৰষ্ট অধ্যায়	
খুজলি পাচাৰ তদবীর	১০৮	বিভিন্ন রোগেৰ তদবীৰ ও তাবিজাত	
কলেরা মহামারীৰ তদবীর	১০৮	অৰ্থ গৰ্বন্দৰ রোগেৰ জন্য	১৫১
ধৰ্জতো প্ৰমত রোগেৰ তদবীৰ	১০৮	অগ্ৰিষ্ঠ ঘা	১৫৩
পুৰুষেৰ বাড়াৰ তদবীৰ	১০৫	অনিলা দূৰীকৰণ	১৫৩
বৰ্কা ছাঁৰ লোকেৰ হৰণ ইওয়াৰ তদবীৰ	১০৫	আমাশয় রোগ	১৫৫
কঞ্জী বৃদ্ধি ও বাবসায় উন্নতিৰ তদবীৰ	১১	আচিলা দূৰীকৰণ	১৫৮
অভাৱ দূৰ ইওয়াৰ তদবীৰ	১১	বায়িক বৃদ্ধি ও অন্য বৃদ্ধিৰ তদবীৰ	১৫৮
১১	১১	অভাৱ দূৰ ইওয়াৰ তদবীৰ	১৫৯
১১	১১	অভাৱ দূৰ ইওয়াৰ তদবীৰ	১৫৯
১১	১১	কাঞ্জি বৃদ্ধিৰ তদবীৰ	১৬১
১১	১১	কুকুৰ হতে আঘৰকা	১৫৫
১১	১১	কুকুৰ কামড়ালে	১৫৫
১১	১১	কথাব তোলামীৰ জন্য	১৫৬
১০৯	১০৯	কাঞ্জি রোগেৰ জন্য	১৫৬
শক্তা সাধনেৰ তাৰীঞ্জ ও তদবীৰ	১১৮	কলেৰা রোগেৰ জন্য	১৫৭
শক্তা সাধনেৰ তদবীৰ	১১৮	কৰ্মকৰ্তা বা হাকিমেৰ মুখ বৰ্ক কৰা	১৫৯
কৰ্মকৰ্তা বা হাকিমেৰ মুখ বৰ্ক কৰা	১১৭	কৰ্মিণ রোগেৰ প্ৰতিকাৰ	১৫৯
দুঃঃখে কেতু ভৱ পেলে	১১৯	কৰ্মিণ রোগে আক্রান্ত হলে	১৫৯
অস্ত্ৰ হতে মুক্ত ইওয়াৰ অন্য তদবীৰ	১২১	কোমৰ বেদনায়	১৬০
অস্ত্ৰ হতে মুক্ত ইওয়াৰ অন্য তদবীৰ	১২১	কানে কম শৰণে	১৬১
অভাৱ অন্টন দূৰীকৰণেৰ তদবীৰ	১২৪	খুজলি রোগে	১৬১
অভাৱ অন্টন দূৰীকৰণেৰ তদবীৰ	১২৫	চোৱ ধৰাৰ তদবীৰ	১৬১
অভাৱ অন্টন দূৰীকৰণেৰ তদবীৰ	১২৫	কুৰ্দা-পিগাসা নিবাৱণে	১৬১
অভাৱ অন্টন দূৰীকৰণেৰ তদবীৰ	১২৮	বৰ্কীৰামা হতে খঙ্কিলাত	১৬২
অভাৱ দূৰী কৰনেৰ চৰুৰ্থ তদবীৰ	১২৮	গ্যাষ্টিক বেদনা	১৬২
অভাৱ দূৰী কৰনেৰ পথঘাৰ তদবীৰ	১২৯	গভীৰ লাঘি মাৰলে	১৬২
অভাৱ দূৰী কৰনেৰ পথঘাৰ তদবীৰ	১২৯	গলায় কাঁচা বিক্র হলে	১৬৩
বদনবৰণেৰ তদবীৰ	১৩৪	গলা ফুলে দেলে	১৬৩

গমনোরণ্য রোগ

গোদ রোগ	১৬৩	বনাত রোগের আরোগ্য	১৮৭
গায়েরী মদন	১৬৪	দুটিশক্তি হাস পেলে	১৯০
গাছের ফসল বৃক্ষির জন্য	১৬৪	প্রেগ রোগ	১৯০
গাছ ও ক্ষেত্র খামারে পোকা হলে	১৬৪	দুটি শক্তির জন্য	১৯১
গলায় বেদনা	১৬৪	দাদ বিখাউজ এর জন্য	১৯১
গরুর ঝুরা রোগে	১৬৪	পোড়া ঘায়ের তদবীর	১৯১
চকু রোগ	১৬৫	ঙ্গীলোকের তন ঝুলিলে তার তদবীর	১৯১
চকু টোঠা রোগ	১৬৫	সকল প্রকার বেদনার তদবীর	১৯১
চোখে জ্যুতি বৃক্ষির জন্য	১৬৭	গলার বেদনা দূর হবার তদবীর	১৯২
চৰ রোগ	১৬৭	বেদনা বদ্ধের তদবীর	১৯২
জুর নিবারণ	১৬৯	হারানো বাঞ্চিকে থপ্পে দেখার তদবীর	১৯২
গরম লাগা জুর	১৭০	পুরুষবৃক্ষিরের তদবীর	১৯৩
ঠালাগামা জুর	১৭১	রেঞ্জেকে বৃক্ষি হবার তদবীর	১৯৩
পুরাতন জুর	১৭১	কলি বৃক্ষির তদবীর	১৯৩
কল্প জুর	১৭২	ইন্দিরের তদবীর	১৯৩
ধ্বংসভঙ্গ ও প্রমেহ রোগ	১৭২	ফসল বেশী হবার তদবীর	১৯৩
নিদ্রা লাভের জন্য	১৭৪	জালেমের হাত হতে রক্ষা পাবার তদবীর	১৯৪
অতি নিদ্রা দূর করার জন্য	১৭৫	কলেরা রোগের তদবীর	১৯৪
নাকহীর বা নাকের বক্ষ পত্তা রোগ	১৭৬	স্তনান হবার তদবীর	১৯৪
নাতী টলা রোগ	১৭৭	সম্মত অধ্যায়	
শীঘ্র নিবারণে	১৭৮	অভাব দূরীকরণ ও ধনসম্পদ লাভের তাবিজ	
পেটের রোগ	১৮০	অভাব অন্তন দূর হওয়া	
পেট বেদনা	১৮০	করজ বা ঝণ পরিশোধ করা	
পাথরী রোগ	১৮১	দেনো শুক্রির নামায	
থ্রেমেহ রোগ	১৮২	গরীব হওয়া ও তা দূরীকরণ	
থ্রেম রোগ	১৮২	আর দুরিদ্রতা দূরীকরণ	
পাখাল ভাল করা	১৮২	দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে	
পেশাব পায়খানা বক্ষ হলে	১৮৩	ধন সম্পদ লাভের জন্য	
ফোঁড়া পাঁচাড়া নিবারণে	১৮৪	ধন সম্পদের শায়ী থাকার জন্য	
বিষক্রিয়া দমনে	১৮৪	ধন সম্পদ হেফাজতের জন্য	

অসম অধ্যায়

নেক সত্তন লাভের তদবীর	২২২
মহিলা ও গর্ভ সংক্রত বিভিন্ন তাবিজাত ও আমল মদাপান হতে বিরত রাখিবার তদবীর	২২২
গর্ভ সংস্থারের জন্য	২০৩
গর্ভ বক্ষের জন্য	২০৪
গর্ভবাহ্য পেট বেদনা	২০৯
গর্ভে সত্তন শক্ত হয়ে গেলে	২০৯
গর্ভে সত্তন অধিক নষ্টচাঢ়া করলে	২১০
গর্ভবাহ্য করিয়া	২১০
প্রসব সহজে হওয়ার জন্য	২১১
প্রসবাণ্তে মূল হোর না হলে	২১৪
প্রসবাণ্তে মূল হোর করার জন্য	২১৪
ব্যবসায়ে উন্নতি লাভের তদবীর	২১৫
বক্ষাল শ্রেণীর সত্তন হোর তদবীর	২১৬
হায়েজ অবস্থায় বেদনার তদবীর	২১৬
গর্ভ রক্ষার তদবীর	২১৬
গর্ভ রক্ষার তদবীর	২১৬
গর্ভ রক্ষার তদবীর	২১৬
গর্ভ রক্ষার তৃতীয় তদবীর	২১৭
সত্তন নিরাপদ রাখিবার তদবীর	২১৭
শ্রীলোকের দুর বেশী হবার তদবীর	২১৮
নবম অধ্যায়	
বিভিন্ন আমল ও তদবীর	২২৭
বসত রোগের তদবীর	২১১
কলেরা রোগের তদবীর	২১১
শক্রতা শুষ্ঠির তদবীর	২১১
স্তনানের হিফায়তের তদবীর	২১১
অর্থ রোগের তদবীর	২১১
কুকুরের বিষ নষ্টের তদবীর	২১১
শুজলী-শোটাড়া নিরাময়ের তদবীর	২১১
জুরের তদবীর	২১১
জিন ভূতের আছর দূর করার তদবীর	২১১
ক্ষুধা নিবারণের তদবীর	২১১
দশম অধ্যায়	
বিপদ আপদ থেকে রক্ষার তাবিজ ও আমল	২৩০

অত্যাচারী হতে আবাসরক্ষা

অবাধ্য সত্তান বা চাকর অনুপ্রত করা	২০১	সূরা নাস	২৫৭
অত্যাচারীকে শাস্তিদিন	২০১	সূরা মৃহুক	৫৭
আগম হতে নিরাপত্তার জন্য	২০২	সূরা আর বাহামান	২৫৮
ইংরেজ ভারতীয়ের জন্য	২০৩	সূরা ওয়াহেয়া	২৫৮
কারা মুক্তির জন্য	২০৩	সূরা মুয়াছিল	২৫৮
ক্ষেত্র খামারের হেফাজত	২৪১	১২তম অধ্যায়	
ক্ষেত্র-খামার/সভা সমিতি নষ্ট করা	২৪৩	বাই চাঁদের ফজিলত ও আমল	
জানমালের ফেজাজত ও জয়লাভ	২৪৩	মহরম মাস	২৫৯
বড় তুফান হতে রক্ষা	২৪৪	সফর মাস	২৫৯
জমি চাবের নিয়ম ও আমল	২৪৪	বিউল আউয়াল মাস	২৬২
দুর্ঘ স্বভাব দূর করা	২৪৫	বারিস সানী মাস	২৬৩
নৌকা জাহাজে নিরাপদের জন্য	২৪৫	জামাদিন আউয়াল মাস	২৬৪
নিরুদ্ধদেশের সকানে	২৪৬	জামাদিন সানী মাস	২৬৪
পশ্চপক্ষীর ফেজাজত	২৪৯	বজের মাস	২৬৪
ফসল নষ্টকারী কাটী পতঙ্গ নিরাবরণে	২৪৯	শাবান মাস	২৬৫
বিপদ মুক্তির জন্য	২৪৯	রমজান মাস	২৬৬
ঘর থেকে অনিষ্টকর জীবজন্ম দূর করা	২৫১	শায়ওল মাস	২৬৭
চুম্বের ঘোরে ড্য পেলে	২৫১	যিলকুন্দ মাস	২৬৮
মুশ্কিল আছানীল প্রথম তাদবীর	২৫২	যিলহজ মাস	২৬৯
মুশ্কিল আছানীর দ্বিতীয় তদবীর	২৫৩	সর্ব প্রকার বিপদ থেকে রক্ষার তাবিজ	২৭০
বালা মুছিবত হ'তে বাঁচিবার প্রথম আমল	২৫৩	১৩তম অধ্যায়	
বালা মুছিবত হ'তে বাঁচিবার তৃতীয় আমল	২৫৩	মহান আল্লাহর নাম সম্মুহের আমল	
বালা মুছিবত হ'তে বাঁচিবার চতুর্থ আমল	২৫৪	মহান আল্লাহর নাম সম্মুহের ফজীলত	২৭০
বালা মুছিবত হ'তে বাঁচিবার পঞ্চম আমল	২৫৪	আল্লাহর জালালী নামসমূহের ফজীলত	২৭০
১১তম অধ্যায়			
আল কোরআনের কতিপয় সূরার ফজিলত		আলামুছিমত, মালাল্য জয়লাভ	
সূরা ইয়াসীন	২৫৫	ও উদ্দেশ্য সফরের তদবীর	৩২৩
সূরা ফাতিহা	২৫৬	কলেজি মহামারীর তদবীর	
সূরা ফাতহ	২৫৬	কলেজি রেখের তদবীর	৩১০
সূরা ইখলাস	২৫৭	বসন্ত রোগের তদবীর	৩১০
১৪তম অধ্যায়			
শ্বরগশক্তি বৃক্ষি, রোগব্যাধি ও			
মহিলাদের তদবীর ও নকশা			
স্বরণ শক্তি বৃদ্ধির তদবীর			
৩০৩			

অর্ধ কপালী মাথা ব্যাথার তাবিজ

মাথা বেদনার তদবীর	৩০৩	শিশুরা কাল্যা নিবারণের তদবীর	৩১৫
মাথা বেদনার আরেকটি তাবিজ	৩০৪	শিশু ঘূরের মধ্যে কমকালে তার তদবীর	৩১৬
দাঁত বা ছান্দামাটি বেদনার তদবীর	৩০৪	শিশু কে দুর্ঘ ছান্দামা ব্যক্তের তদবীর	৩১৬
কান ব্যাথার তদবীর	৩০৪	শিশুর তোতানী জোনের তদবীর	৩১৭
চোখের বেদনার তদবীর	৩০৪	শিশুদের বিছানায় পেশাশ বক্ষ তদবীর	৩১৭
বাত কানের তদবীর	৩০৫	শয়া মুর্ত বক্সের তদবীর	৩১৮
বৰ্মার তদবীর	৩০৫	বৰ্মা শীলাকের সত্তান হওয়ার তদবীর	৩১৮
গলা ব্যাথার তদবীর	৩০৫	গুর্ত নষ্টের তদবীর	৩১৯
কলিজ বেদনার তদবীর	৩০৬	সন্দেন হবার তদবীর	৩২০
পেট বেদনার তদবীর	৩০৬	রক্ত আমাশির তদবীর	৩২০
গর্ভবতি মহিলার পেট ব্যাথার তদবীর	৩০৭	মহিলার গুগ্লানের তদবীর	৩২১
নাতীর ব্যাথার অন্য তদবীর	৩০৭	মেরুর বিবাহের তদবীর	৩২১
হাতের বেদনার তদবীর	৩০৭	হামল নষ্ট না হওয়ার তদবীর	৩২১
হনকল্পের তদবীর	৩০৮	হামল খালাইর তদবীর	৩২২
নাতীর ব্যাথার তদবীর	৩০৮	শ্রী প্রায়ান করলে তার তদবীর	৩২৩
গলগতের তদবীর	৩০৮	১৫তম অধ্যায়	
চোখের জোতি বৃদ্ধির তদবীর	৩০৮	বালামুছিমত, মালাল্য জয়লাভ	
খুজানি পাঁচড়ার তাবিজ	৩০৯	ও উদ্দেশ্য সফরের তদবীর	
কলেজি মহামারীর তদবীর	৩০৯	যানতীয়ি বিপদ হতে মুক্তির তদবীর	৩২৩
কলেজি হতে রেখের তদবীর	৩১০	বিপদ মুক্তির জন্য সূরা কাহাফের নকশা	৩২৪
বসন্ত রোগের তদবীর	৩১০	সর্ব প্রকার বিপদ ও রোগ মুক্তির তদবীর	৩২৪
উম্মে হিবিয়ান [মাতৃক] রোগের তদবীর	৩১১	সর্বওকার উদ্দেশ্য সফরের তদবীর	৩২৪
মাথার টাক রোগের তদবীর	৩১১	মুশ্কিল আছানী ও ইজ্জত লাভের তদবীর	৩২৫
আমাশ্যা ও কোষ্টকে রোগের তদবীর	৩১১	বালা-মুছিবত হতে বাঁচিবার তদবীর	৩২৫
অর্ধে রোগের তদবীর	৩১২	বালা-মুছিবত হতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর	৩২৫
একশিয়া রোগের তদবীর	৩১২	মুশ্কিল আছানীর তদবীর	৩২৬
ধর্জতঙ্গ ও প্রমেহ রোগের তদবীর	৩১৩	বালা-মুছিবত হতে বাঁচিবার তদবীর	৩২৬
পুরুষভূমি বা মধ্যমী শক্তির তদবীর	৩১৩	সর্ববিধ বালা হতে রক্ষার তদবীর	৩২৭
স্বপ্নদোষ বক্সের তদবীর	৩১৪	মালাল্য তদবীর	৩২৯
বৈর্যপাত রোধ করার পরীক্ষিত তদবীর	৩১৪	মোকদ্দমা হতে বালাপ পাবার তদবীর	৩৩০

ন্যায় মালিকান জয় লাভের তদবীর	৩৩০	১৬তম অধ্যায়
মাকসুদ পূর্ণ হবার তদবীর	৩৩০	গ্রামোজনীয় বিভিন্ন তবদীর ও তাবিজাত
সং উদ্দেশ্য সফল হওয়ার আমল	৩৩১	নির্দিত ব্যক্তির গোপন কথা জানা
ধর্মী হওয়ার তদবীর	৩৩২	কঠিন কাজ সহজের জন্য
অভাব দ্বার হওয়ার অন্য আমল	৩৩২	ক্রেতৎ দর্শনের আমল
রঞ্জী বৃদ্ধি ও ব্যবসায় উন্নতির তদবীর	৩৩২	কৃপণতা দৃষ্টিকরণ
অভাব দ্বার হওয়ার তদবীর	৩৩৩	খরিদুর্বলে লাভবান হওয়া
গামেরী মদদে রঞ্জী বৃদ্ধির তদবীর	৩৩৩	গুরু মহিমের দুধ বৃদ্ধির জন্য
রিয়িক ও মান-সম্মান বৃদ্ধির তদবীর	৩৩৩	দয়া লাভ করা
রিয়িক বৃদ্ধি ও অভাব দ্বার হওয়ার তদবীর	৩৩৩	দুধ বৃদ্ধির জন্য
গামেরী মদদে রিয়িক বৃদ্ধির তদবীর	৩৩৫	দুধ ছাড়ার জন্য
রিয়িক বৃদ্ধি জন্য আর একটি তদবীর	৩৩৫	পিণ্ডিতিকা দূর করণ
রঞ্জী বৃদ্ধি ও উদ্দেশ্য লাভের তদবীর	৩৩৫	পুত্র সহস্রনামের জন্য
রঞ্জী বৃদ্ধি জন্য সূরা সাফকাতের নকশা	৩৩৬	পলাতকের প্রত্যাবর্তন
ঝণ মুক্ত হওয়ার তদবীর	৩৩৬	পলায়ন না করার জন্য
ঝণ আদায় ও উদ্দেশ্য হাসিলের তদবীর	৩৩৭	অশাপ্ত পশ্চকে শাস্ত করা
ঝণ পরিশোধ হওয়ার জন্য তদবীর	৩৩৭	
অভাব দ্বার ও রঞ্জী বৃদ্ধির তদবীর	৩৩৭	১৭তম অধ্যায়
ঝণ হতে মুক্ত হওয়ার অন্য তদবীর	৩৩৮	পবিত্র কৌরআনের সূরা সম্মহের খাসিয়াত
অভাব অনটন দূরীকরণের তদবীর	৩৩৮	সূলায়ে ফাতেহার খাছিয়াত
অভাব অনটন দূরকরণের তদবীর	৩৩৯	সূলায়ে বাকারার ফজিলত
অভাব অনটন দূরীকরণের ত্রুটীয় তদবীর	৩৩৯	সূরায়ের আল-এমরানের খাছিয়াত
অভাব দূরীকরণের চতুর্থ তদবীর	৩৪০	সূরায়ে নেছার খাছিয়াত
অভাব দ্বার হওয়ার পঞ্চম তদবীর	৩৪০	সূরায়ে মায়দার খাছিয়াত
অভাব দ্বার করবার ষষ্ঠ তদবীর	৩৪০	সূরায়ে আনয়ারের খাছিয়াত
অভাব দূরীকরণের চতুর্থ তদবীর	৩৪০	সূরায়ে তওবার খাছিয়াত
অভাব দ্বার হওয়ার পঞ্চম তদবীর	৩৪১	সূরায়ে ইউনুছ
অভাব দ্বার করবার ষষ্ঠ তদবীর	৩৪১	সূরায়ে কাহাফের খাছিয়াত
অভাব দূরীকরণের সপ্তম তদবীর	৩৪১	সূরায়ে তাহা
দোকানের উন্নতি হওয়ার তদবীর	৩৪১	সূরায়ে আকেয়ার খাছিয়াত
ধন-দোলত বৃদ্ধির তদবীর	৩৪২	সূরায়ে জুমা
সকলের নিকট স্থানান্ত হওয়ার তদবীর	৩৪২	
ভালো ব্যবহার পাওয়ার তদবীর	৩৪২	
অত্যাচারী থেকে রক্ষা পাওয়ার তদবীর	৩৪২	

সূরায়ে মায়ারেজ	৩৫৯	সূরা ইস্রাইল	৩৭২
সূরায়ে তিন	৩৬০	সূরা হিল	৩৭৩
সূরায়ে মুজাফিল	৩৬০	সূরা নহল	৩৭৩
সূরায়ে ফালাক	৩৬০	সূরা কাহফ	৩৭৪
সূরায়ে মাউন্ট	৩৬১	সূরা বানী ইসরাইল	৩৭৪
দুশ্মন দক্ষে হবার তদবরি	৩৬১	সূরা মরিয়ম	৩৭৫
ব্যপ্তিদেয় বক্ষ করার তদবীর	৩৬১	সূরা তা-হা	৩৭৫
সূরায়ে নাছ	৩৬২	সূরা হজ	৩৭৫
সূরায়ে ইউচুফ	৩৬২	সূরা আমিয়া	৩৭৬
সূরায়ে মাইইমের খাছিয়ত	৩৬৩	সূরা মুমিনুন	৩৭৬
সূরায়ে ইয়াচিন	৩৬৪	সূরা নূর	৩৭৭
		সূরা ফুরুক্সান	৩৭৭
		সূরা তামা	৩৭৭
		সূরা নমল	৩৭৮
সূরা ফতেহার বৈশিষ্ট্য	৩৬৫	সূরা কাসাম	৩৭৮
রোগমুক্তির তদবীর	৩৬৫	সূরা আনকাবুত	৩৭৯
সমাজ সমাধানের তদবীর	৩৬৫	সূরা কাম	৩৭৯
বীকরণের তদবীর	৩৬৬	সূরা লোক্সান	৩৭৯
বিপদ ও রোগমুক্ত খাকার তদবীর	৩৬৭	সূরা সিজাদাহ	৩৮০
সূরা বাকারার বৈশিষ্ট্য	৩৬৭	সূরা আহ্মাব	৩৮০
সূরা আল-ইমরান	৩৬৭	সূরা ফতির	৩৮১
সূরা নিসা	৩৬৮	সূরা ইয়া-সীন	৩৮১
সূরা মায়দাহ	৩৬৯	সূরা সামাফাত	৩৮১
সূরা আন-আম	৩৬৯	সূরা সামা	৩৮২
সূরা আ'রাফ	৩৬৯	সূরা সদ	৩৮২
সূরা আনফাল	৩৭০	সূরা মুরীন	৩৮৩
সূরা তাওবাহ	৩৭০	সূরা হা-মীম সেজাদাহ	৩৮৩
সূরা ইউনুস	৩৭১	সূরা শুরা	৩৮৩
সূরা হৃদ	৩৭১	সূরা যুমার	৩৮৪
সূরা ইউসুফ	৩৭১	সূরা যুকরুফ	৩৮৪
সূরা রাইদ	৩৭২	সূরা দুখান	৩৮৪

সূরা জাপিয়া	৩৮৫	সূরা মুরসিলাত	৩৯৭	সূরা কাফিরিন	৪০৮	যুম থেকে যথাসময় জাগার আমল	৪২৪
সূরা আহকাফ	৩৮৫	সূরা নারা	৩৯৭	সূরা নাহির	৪০৮	যুম কমানের আমল	৪২৫
সূরা মুহাম্মদ	৩৮৫	সূরা নাযিআত	৩৯৭	সূরা লাহাব	৪০৮	চার্কুরী লাভের আমল	৪২৫
সূরা ফাতহ	৩৮৫	সূরা আবাসা	৩৯৭	সূরা ইখলাস	৪০৮	অভাব অট্টে দুর হওয়ার আমল	৪২৭
সূরা কাফ	৩৮৬	সূরা ইনফিতার	৩৯৮	সূরা ফালাক	৪০৯	ঝগ পরিশোধের আমল	৪২৮
সূরা যারিয়াত	৩৮৭	সূরা মুতাফিফিয়ান	৩৯৮	সূরা নসর	৪১০	ধন সম্পদ লাভের আমল	৪৩০
সূরা হুজুরাত	৩৮৭	সূরা ইনশিফ্তুক	৩৯৯	সূরা নাস	৪১০	চিত্তা দুরীকরণের আমল	৪৩২
সূরা তৃতৃ	৩৮৮	সূরা বুরজ	৩৯৯	দোকানে উন্নতি হওয়ার তদবীর	৪১০	চিলিঙ্গসম সুম লাভের আমল	৪৩২
সূরা নাজিয়	৩৮৮	সূরা তারিক	৪০০			চাদ দেখে যা আমল করবে	৪৩৩
সূরা ক্ষামার	৩৮৮	সূরা আলা	৪০০			নৃত্বা ও খোদাইতি অর্জনের আমল	৪৩৩
সূরা বাহমান	৩৮৯	সূরা গামিয়া	৪০০			ফসল বেশি হওয়ার আমল	৪৩৪
সূরা ওয়াক্বিয়াহ	৩৮৯	সূরা ফাজির	৪০১	ইস্যমে অয়ম	৪১১	বিদেশে অবস্থা জানার আমল	৪৩৪
সূরা হাদীদ	৩৮৯	সূরা বালাদ	৪০১		৪১১	বিলাঙ্গাতীর গুণের জয়লাভ করার আমল	৪৩৫
সূরা মুজাদিলাহ	৩৯০	সূরা শামস	৪০১		৪১৮	রেচা কেনা বৃদ্ধির আমল	৪৩৫
সূরা হাশের	৩৯০	সূরা লাইল	৪০২		৪১৮	ন্যাচহিরের আমল	৪৩৬
সূরা মুমতাইনাহ	৩৯১	সূরা দ্বুহ	৪০২		৪১৮	রাসূল (সঃ) কে যথে যিয়ারতের আমল	৪৩৬
সূরা সাহ	৩৯১	সূরা আলামানাশরাহ	৪০২		৪১৬	রাসূল (সঃ) কে যথে দেখার বিতীয় আমল	৪৩৬
সূরা জুমআ'	৩৯১	সূরা তীন	৪০৩		৪১৬	ব্রহ্মণাঞ্জি বৃদ্ধির আমল	৪৩৭
সূরা মুন্মাফিকুন	৩৯২	সূরা আলাক	৪০৩		৪১৬	রাসূল (সঃ) কে যথে দেখার তৃতীয় আমল	৪৩৭
সূরা তাগারুন	৩৯২	সূরা কুদুর	৪০৩		৪১৭	ব্রহ্মত্ব বৃক্ষ করার আমল	৪৩৭
সূরা তালাকু	৩৯৩	সূরা বাইয়িয়নাহ	৪০৮		৪১৭	কুরুক্ষে বৃক্ষ করার আমল	৪৩৭
সূরা তাহরীয়	৩৯৩	সূরা যিলযাল	৪০৮		৪১৭	নবী করীম (সঃ) কে যথে দেখার পথের আমল	৪৩৭
সূরা মুলক	৩৯৩	সূরা আদিয়াত	৪০৮		৪১৮	নবী করীম (সঃ) এর সফায়াত লাভ	৪৩৮
সূরা নূর	৩৯৪	সূরা কুরিয়াহ	৪০৫		৪১৮	বিদাপাদ দূর হওয়ার আমল	৪৩৯
সূরা হাক্ককুহ	৩৯৪	সূরা তাকাসুর	৪০৫		৪১৯	ষপ্টেন্ডে বৃক্ষ করার আমল	৪৩৯
সূরা মাআরিজ	৩৯৪	সূরা আসর	৪০৬		৪১৯	আয়াতে সালামের ফ্যালত	৪৪০
সূরা নূহ	৩৯৫	সূরা হুমায়াহ	৪০৬		৪২০	উগ্মাদ রোগ নিরাময়ের আমল	৪৪০
সূরা জিন	৩৯৫	সূরা ফীল	৪০৬		৪২২	কবর আয়া হতে মুক্তির আমল	৪৪০
সূরা মুদ্দাসির	৩৯৬	সূরা কোরাইশ	৪০৭		৪২২	কাঠিন নেক বাসনা পৃষ্ঠের আমল	৪৪১
সূরা কুয়ামাহ	৩৯৬	সূরা মাতিন	৪০৭		৪২৩	কুরআন হেফজের আমল	৪৪৩
সূরা দাহর	৩৯৬	সূরা কাউসার	৪০৭		৪২৩	খেদাভিতি লাভের আমল	৪৪৩
			৪০৯		৪২৩	গোপন বিষয় জানার আমল	৪৪৪
			৪০৯		৪২৩	বিচারকের রাগ নিবারণের আমল	৪৪৪

ক্রমিকা

মহান আল্লাহ তাঃয়ালা তাঁর পবিত্র ঘৃত আল-কুরআনের আমল সমূহ ও তাঁর পবিত্র নাম সমূহের আমল ও তাবিজ দ্বারা মানুষ ইহলোকিক ও পারমৌকিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। তবে এ মহা কল্যাণ লাভ করার জন্য কতকগুলি বিশেষ জরুরী পার্শ্বান্বয় বিষয় রয়েছে। সে বিশেষ জরুরী পার্শ্বান্বয় বিষয়গুলি ভালভাবে জেনে তদন্ত্যায়ী আমল করতে পারলে আল্লাহ তাঃয়ালা প্রশংসিত সুফল প্রদান করবেন। আর এর বিপরীত কার্য করলে তাতে কোনোপ ফল লাভ করা যাবে না বরং সমূহ ক্ষতির সংঠাবনা রয়েছে। এ জন্মই তাবিজ লিখন, তদন্ত্যায়ী আমলকারীদের সে বিষয়ে জানার্জন করতঃ যোগ্যতা লাভ করে এ কাজে হাত দেয় উচিত। মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি কাজেই কিছু নিষ্ঠ নিয়ম-কানুন এবং পূর্ব শর্ত থাকে। বিশেষ করে, ধর্মীয় কাজের জন্য পাক-পরিজ্ঞা, পানাহারে সতর্ক থাকা এবং ইবাদত-বদ্দেগীর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়।

হ্যরত রাসূলুল্লাহ [সাঃ] এরশাদ করেছেন— তোমাদের পানাহারে পরিতাতা অবলম্বন কর, তা হলেই তোমাদের দুআ করুন হবে।

বর্ণিত আছে— এক প্রাস হারাম খাদ্য পেটে পেলে চল্পিশ দিন পর্যন্ত তার দুআ' আল্লাহর দরবারে কৃত্ব হয় না এবং কৃত্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বৃষ্টিগণ বলেছেন— আমলকারীর সকল বিষয়েই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কাজ করতে বলে যদি অঙ্গস্তা আসে, তবে তার একঘণ্টা কোথায় থাকে কলে তার শুম বৃথা যাব।

মিথ্যা কথা বলা হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ, মিথ্যা বললে তার কথা এবং আমল কোন দিনই ক্রিয়াশীল হতে পারে না। বেশী বেশী করে রোয়া রাখতে। হ্যরত রাসূলুল্লাহ [সাঃ] এরশাদ করেছেন—রোয়াদারের দুআ' কখনও বিফল হয় না। আমলকারীর উচিত আমল করার পূর্বে দান খ্যরাত করা। কারণ, অতা-বগ্রাহ্মুকে দান করে খুশী করলে আল্লাহও খুশী হন এবং তার রহমতের সমুদ্র উত্তল হয়ে উঠে।

দুর্ঘন্যাত্মক কোন দ্রব্য পানাহার করে আমল করবে না। হ্যরত রাসূলুল্লাহ [সাঃ] এরশাদ করেছেন— দুর্ঘন্যাত্মক কোন কিছু পানাহার করে কেহ মেন আমাদের মনজিজদে না আসে। এতে কেবেও তাপণ কর্ত পান। তাই কেহ যদি রসুন, পিয়াজ বা এ জাতীয় দর্গুক্যকৃত কোন কিছু খেয়ে আমল করে, তখন এটাৰ মুয়াকেল এমে সে গুৰু কষ্ট পায়। ফলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়।

অযু গোসল করে পাক-পবিত্র পোষাক পরিধান করে এবং পবিত্র স্থানে বসে আমল করবে ও তাবিজ লিখবে। আমল করার সময় আরও একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমল করার সময় নির্জন স্থানে বসে আমল করবে। সর্বোপরি আমল করে সাথে সাথে ফল না পেলে কখনও অবৈধ হবে না। বরং যথাযথভাবে আমল করে যাবে, কখনও নিরাশ হবে না। এমনও হতে পারে যে, আমল করায় কোন প্রকার ভুলক্ষণ্টি হচ্ছে, যে কারণে কোন উপকার হচ্ছে না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমল করতে থাকবে— অবশ্যই আল্লাহ পাক আমল করুন করবেন।

এজাজত নামা

কোন গুরুতর আমল ও তাবিজের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞ কাশিল ও বুয়ুর্ণ আলিম, উত্তাদ অথবা পীর মাশায়েখ এর নিকট হতে অনুমতি লাভ করে নেয়া উত্তম। এতে তাদের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অয়োজনীয় উপদেশ পাওয়া যাবে এবং আবদ্ধ কার্যে আশাবুরুষ ফল দর্শিবে। আমি অত্য কিতাবের লিখক সকল পাঠককে ভালোকাজের জন্য এজাজত দিলাম।

হলে। বিশিষ্ট আছে কোন কাজ করার আগে গোর্ড সংখ্যাক বরাবর দরদ পর্যাপ্ত না। হযরত সোলায়মন কারানী বিহু বৃহস্পতির নিকট হতে বর্ণন করেন— দুতা, কর্মক কেন কিছু কামনা করলে আগে পরে অবশ্যই দরদ পাঠ করবে। কারণ, আল্লাহর অবশ্যই দরদ করুন করেন। আল্লাহর রহমতের নিয়ম এটি নয় যে, আগে আল্লাহর পাক করুন করবেন। সুতোং উপরোক্ত নিয়মগুলীয়া আমল করলে আশা করা যাবে, আল্লাহর পাক করুন করবেন।

কোরআনে দোষার নিদেশ

যারা আল্লাহ তায়ালার অনুগত তরা সর্ববস্থাই একমাত্র আল্লাহ রাখিল আল্লাহ দরবারেই মাথা নত করবে। বিপদাপদ ও বালা মিছিবত হতে লিঙ্গের মুক্তি আল্লাহ যাবতীয় সৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্য কেবলমাত্র তাঁরই দরবারে আবেদন করবে। বাহুতৎ আল্লাহ তায়ালাত এটাই চান। বালা তাঁরই দুর্বারে পতে ধূক ইস্তেগফার, ফরিয়াদ, মুনাজাত, আবেদন নিবেদন তথা নিজের দীনত হীনতা প্রকাশ কর তাঁরই দয়া ও করণা তিক্ষা চাইলাই হচ্ছে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রধান সৌন্দর্য। সৈয়দ, কামিয়াবী হাসিল করে। রাহমানুর রাহিমত বালার দীন-দুনিয়ার তাঁরই চান। সেজন্ম বালাগণ আল্লাহর রহমত লাভ করে, আর পাপীরা পাপ মুক্ত হয় এবং নেকবারদের শরতে কামিয়াবী হাসিল করে। রাহমানুর রাহিমত বালার দীন-দুনিয়ার তাঁরই চান। সেজন্ম তিনি পক্ষতরে, যারা তাঁর দয়া ও করণা হতে নিরাশ হয় এবং তাঁর দরবারে কিছু শা চায়, তিনি তাদের প্রতি অস্তৃত। সুতোং আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসম্মেহের বৃত্তজ্ঞতা জ্ঞানের জন্য, থাকার জন্য, আমাদের উচিত উচ্চ-বসায়, কথা-বার্তায়, লেবাচ-পোশাকে, খাজা-দায়ে, দোয়া পাঠ করে কার্যত আল্লাহকে শরণ রাখ। আর বিশেষ বিশেষ পদিত্ব কৃতান মজীদে এরশাদ হয়েছে—

فَإِذْ كُرْبَنِيْ
وَشَكْرَوَالِيْ
أَذْكُرْكَمْ
لَا تَكْفُرُونَ -

অর্থ— “হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে শরণ করিতে, তা যান আমি তোমাদিগকে শরণ করব। আর আমার নেয়ামতের শোকবিয়া আদায় করিতে এবং আমার দান ও অনুগ্রহের কথা তুলে দিয়ো আমার নাফরবানী করো না।”

আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেছা অবিজের কিতাব

৩৭

أَعُوْذُ بِهِ لَكُمْ
أَسْتَجِبُ لَكُمْ -

অর্থ— “তোমরা আমাকে ঢাকিত; আমি তোমাদের তাকে সাড়ি দিব।”

দোষা সম্পর্কে হাদীস

হযরত নবী কর্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

الدُّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ -

উক্তারণঃ— আদ দুয়া মুখ্যমূল ইবাদাত।

অর্থ— “দোয়া হচ্ছে ইবাদাতের মাজাজ যা সারবস্তু।”

আপর এক হাদীসে আছে—“মুমিন বালাদের জন্য দোয়া হাতিয়ার স্বরূপ। অভ্যর্থনা তেমনিভাবে সোমার সাহায্য সে প্রাক্তিক বালা-মিছিবত হতে নিরাপদ থেকে শ্যাতান ও নাফসের উপর জীব হয়ে জীবনে সংজ্ঞাকার কামিয়াবী হাসিল করতে পারে।

হযরত রাসূলে পক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন কোন মুসলিমক কোনও বিষয়ে দোয়া করে, তখন হয়ত সে যা চায় তাঁই পেয়ে থাকে, নতুনো তাঁর উপর হতে কোন মিছিবত উঠিয়ে দোয়া হয় অথবা তাঁর দোয়া পরকালের জন্য জয় করে রাখ। হয়। [আহমদ ও বায়মার]

আপর এক হাদীসে আছে— শুমিন বালাদের কোন কোন দোয়া দুর্নিয়ায় করুন না হয়। থাকলে এর বদলে পরবালে তরা এত বিপুল পরিমাণে মেক লাভ করবে যে, নেকবার আধিক্য দেখে তরা এ বলে আক্ষেপ করবে আহা! আমাদের কোন দোয়াই যদি দুর্নিয়ার জীবনে করুন না হত, তবে না জানি কিমাপ নেকের অধিবারী আজ হতে পারতাম।

দোষার উপযুক্ত সময়

তায়ালার পবিত্র নাম শরণ করবে। তা শাড়াও এমন কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময় ও স্থুর্ত হয়েছে, যখন কোন দোয়া করা হলে সাধারণতঃ তা বিফল হয় না। আল্লাহ তায়ালার বালার ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বালার আবেদন নিবেদন শুনবার জন্য সর্বাই প্রস্তুত রয়েছেন। বান্দার সকল সময়ের দোয়াই তিনি করুন করতে পারেন এবং করণ থাকেন।

তা সত্ত্বেও তিনি কতকগুলি সময়ের মধ্যে খাস বরকত নিহিত রেখেছেন। সে নির্ধারিত সময়ে অংশ এবাদত ও সামান্য পরিশৃঙ্খল করেই আমরা বিশুল ছাত্রাবের অধিকারী হচ্ছি পারি। তাই দোয়া করুণ হওয়ার কয়েকটি বিশেষ সময়ের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। আয়ানে সময়। [আরু দাউদ, দারমী] ২। আয়ানের পর হতে নামায়ের একান্ত পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়। ৩। জুমার দিন আসুরের নামায়ের পর হতে স্থৰ্যন্ত [তিরমিয়ী] ৪। জেহাদের ময়দানে ভীষণ লড়াই চালাকে। [আরু দাউদ] ৫। তাহজুজের সময় হতে সোবহে ময়দাকে পর্যন্ত। [মেশকাত] ৬। ফরহ নামায সমূহের পরামর্শে। [তিরমিয়ী] ৭। সেজদার অবস্থায়। [মেশকাত] ৮। শবে কদর, শবে বরাত ও দুই দিনের পূর্ব রাত্রি। [আরু দাউদ] ৯। হজ্জের পূর্ব রাত্রিতে। [আরু দাউদ] .

দোয়া করুণ হওয়ার শর্ত

দোয়া করুণ হওয়ার কতকগুলি শর্ত রয়েছে, আর সে সমস্ত শর্ত পুরাপুরি পালন হল না বলেই আমাদের অধিকার্থক দোয়া আল্লাহর দরবারে ব্যর্থ হয়ে যায়। নির্মে কয়েকটি শর্তের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে।

১। আল্লাহ তা'য়ালার রহমতের উপর যত গভীর আছা ও বিশ্বাস রাখে, তার দোয়া তাত শীর্ষ করুণ হবে।

২। তা'য়াজ্জুত এবং হজ্জুরে ক্লাবের অর্থাৎ পূর্ণ এখলাস ও আন্তরিকভাব সহিত দোয়া করা। দোয়া করিবার সময়ে মনোগো না থাকলে সে দোয়া করুণ হওয়ার কেনই নিষ্পত্তা নেই। কাজেই যত বেশি আন্তরিকভা দোয়ায় সহিত যোগ হবে, দোয়া করুণ হওয়ার আশা ও তত দৃঢ় হবে। এটা বহু পরীক্ষিত যে, হজ্জুরে ক্লাবের সাথে কেনও নেই দোয়া করা হলে তা অবশ্যই করুণ হয়।

৩। দোয়া করিবার সময়ে কায়মনোবাক্যে কারুতি মিনতি প্রকাশ করা। এটা আল্লাহর নিকট অতি পছন্দযী। নিজের আজেরী ও দীনতা-ইনতা প্রকাশ করে অন্তরে সবটুকু আবেগ জড়িয়ে, অতীতের গোনাহ সমূহের জন্য লজিজত ও অনুত্তম হয়ে কেঁকে কেঁদে দোয়া করবে। আর নির্জনে দোয়া করবে। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন-

ادعوا ربكم تضرعا وخفية .

উচ্চারণঃ— উদ্বৃত্ত রাকুম তাদারুরয়াও ওয়া খুফইয়াতান।

অর্থাৎ— “তোমরা তোমাদের পরোয়ারদিগারকে কান্না জড়িত কঢ়ে এবং নির্জনে তাকিও।”

হাদীস শরীফে আছে— “আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ও তাঁর রহমত লাভের আশায় যে চক্ষু রোদন করে, এটার জন্য দোয়াখের আগুন হারাম।”

৪। হালাল পথে উপর্যুক্ত হালাল রিয়িক হাবে। কেননা হয়রত রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছে— “মানবের খাদ্য যে পর্যন্ত হালাল না হবে, সে পর্যন্ত তার দেয়া আল্লাহর দরবারে করুণ হবে না।”

৫। “আমার বিল মারফত ও নাহি আলিল মুনকার” অর্থাৎ মানুষকে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়ার অন্যায় হাতে বারণ করা। হয়রত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেয়া আর অন্যায় হাতে বারণ করা। দুই অবস্থার এক অবস্থা নিশ্চয়ই হবে; বলেন— “এ সত্ত্বর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। দুই অবস্থার এক অবস্থা নিশ্চয়ই হবে; হয় তোমরা ন্যায়ের নির্দেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করবে, আর না হয় অবিলম্বে তোমাদের উপর আল্লাহর আয়াত মালিল হবে, আর অত্থব তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে বিস্তৃত তোমাদের দোয়া করুণ হবে না।” [তিরমিয়ী]

দোয়ার আদব ও নিয়মাবলী

আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করিবার কতিপয় আদব নিম্নে বর্ণিত হচ্ছে— ১। অত্যন্ত “আজিয়া ইনকেসোরী” অর্থাৎ চৰম অনুন্য বিনয়ের সহিত দোয়া করবে। ২। অন্য অবস্থায় দেয়া আর অন্যুত্তে দোয়া করা অনুচিত বা বেয়েদুরী। ৩। দোয়ার মধ্যে নিজের অতীত পাপের জন্য অনুত্তাপ একাশ করবে এবং ভবিষ্যতে কোন ধক্কার পাপ না করার জন্য খালেস তওয়া করবে। ৪। নিজের অন্যায়ের জন্য নেক কাজের উত্তীলী দিয়ে দোয়া করবে। ৫। দুই রাকাত নফল নামায পঠে কেবলমাত্র বল্বে দোয়া করবে। ৬। দোয়ার শুরুতে ও শেষে দুর্দল শরীফ পাঠ করবে। ৭। দোয়া করার সময় উভয় হাত দুই কাষ বরাবর উঠাবে। দুই হাতের তালু চেহারার দিকে বরাবর রাখবে। ৮। দোয়ার শেষে “আমান” বলতে বলতে উভয় হাত দ্বারা চেহারা মুছবে। ৯। কোন গুরুত্বের কাজে সফলতা লাভের জন্য দোয়া করবে না। ১০। দোয়ার প্রতিটি বাক্য তিন তিন বার বলবে। ১১। দোয়ার সহিত কোন বকম শর্ত লাগাবে না। ১২। অন্যায়ভাবে অনেক অনিষ্ট কামনা করে দোয়া করবে না। ১৩। ছোট বড় সকল মাক্কুদের জন্য আল্লাহর দরবারেই দোয়া করবে। ১৪। ঈমান ও একীনের সাথে অত্যরকে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট রোখে দোয়া করবে। ১৫। দোয়ার মধ্যে বখ্তলী করবে না। অর্থাৎ নিজের ও সকলের জন্য সমভাবে দোয়া করবে।

তাবিজ লিখকদের পালনীয় বিষয়সমূহ

* আমলকারী ও তাবিজ লিখকদের সত্যভায় হতে হবে। আমল করা বা তাবিজ লিখার অন্ততঃ এক মাস পূর্ব হতে আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে খাঁতি তওবা করে মিথ্যা কথা সম্পর্কে ছেড়ে দিতে হবে এবং নিজের দৈনন্দিন ইবাদত ও আমল সঠিকভাবে করতে হবে।

* আমলকারী হালাল উপর্যুক্ত রূপীভূত ক্ষক্ষণ করতে হবে। হারাম উপর্যুক্ত মাল এমন কি সদেহ জীবিত মাল হতেও পুরাপুরি বিরত থাকতে হবে।

- * উত্তম স্বভাব-চরিত্র গঠন ও সদাচারগকারী হতে হবে।
- * যাবতীয় গুরুত্ব হতে পবিত্র থাকতে হবে। ধর্মভীরুৎ তথা পরাহেয়গার শোক ইত্যে সর্ব প্রধান শর্ত।
- * আমলকারী ও তাবিজ লিখকদের আমল ও তাবিজের কার্যকারিতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে।
- * আমল করা ও তাবিজ লিখার সময় পাক পবিত্র অবস্থায় থাকতে হবে।
- * পাক পবিত্র স্থানে নির্জনে বসে আমল করতে হবে।
- * গৃহীর মনোযোগ ও একস্থানের সাথে আমল ও তাবিজের কাজ সম্মান করতে হবে।
- * নির্জন স্থানে বসে আমল করবে ও তাবিজ লিখবে। বিজের দেহে সুগন্ধি মেঝে নিবে ও লোবান জালাবে।
- * আমল ও তাবিজের বিনিয়য়ে অর্থোপার্জনের খেয়াল রাখবে না। তবে প্রয়োজনীয় ন্যায় দুদকা বা হাজত আদায়ে কোন দোষ নেই।
- * কোন কোন ফ্রেনে আমল, তদবীর ও তাবিজ দিতে গেলে নিজের দেহ ও বাড়ু বক করে নিবে। যেন কেন জীন পরী বা ভূত প্রেতে ক্ষতি করতে না পারে।
- * তবিজের প্রকারণে হিসাবে তাবিজ সমূহের চারটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন—[১] আতশী, [২] বাদী, [৩] আবী ও [৪] খাকী।
- [১] আতশী : গায়েবী মদন, সপ্ত, হারীম বাধ্য, কৃতকার্যতা লাভ ইত্যাদি বিষয়ের তাবিজগুলি আতশী।
- [২] প্রেশ, ভালবাসা, যবান বন্দী ইত্যাদি বিষয়ক তাবিজগুলি বাদী।
- [৩] জেল মুক্তি, বিপদ্মুক্তি, মুশকিল আছান ইত্যাদি বিষয়ক তাবিজগুলি আবী।
- [৪] শক্র বিনাশ, যাদু-টোনা, বান ইত্যাদি বিষয়ক তাবিজগুলি খাকী।
- * কোন গুরুতর আমল ও তাবিজের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞ কামিল ও বুর্গ আলিম উত্তোলন আথবা শীর মাশায়েখ এর নিকট হতে অনুমতি লাভ করে নিবে। এতে তাহাদের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ পাওয়া যাবে এবং আবক্ষ কার্য আশানুরূপ ফল দর্শিবে।

তাবিজ লেখার নিয়ম ও আদব

তাবিজ লেখার পূর্বে অবশ্যই অযু করবে। গোসল করলে আরও ভাল হয়। তারপর শরীরে সুগন্ধি ব্যবহার করবে এবং কিছুটা সুগন্ধি নিজের নিকট রাখবে। তাবিজ লেখার সময় কারোও সাথে কথাবার্তা বলবে না। তাবিজের উপর অবশ্যই আরবীতে ৭৮৬ লিখবে।

প্রে-গৌত্ম বা বশীকরণে তাবিজ লেখার সময় মুখে মিছ কিছু রেখে নিবে। কোন প্রকার হারাম কাজের জন্য দেশেও তাবিজ লিখবে না। লিখলে তয়ঙ্কর পাপ হবে। ভালবাসার তাবিজ লেখার সময় ভালবাসার পাত্র বা পাত্রের বাড়ির দিকে হয়ে দেশের এবং মনে করবে, সে বাস্তি মেন সম্মুখে দণ্ডযামন।

শক্রতা সাধনের জন্য লিখলে মুখে তিক্ত কোন বস্তু রাখবে। শক্র মুখ বক করার জন্য তাবিজ লিখলে দাঁতে কিছু মোম চেপে ধরে লিখবে এবং মাসের শেষ দিকে লিখবে। খারাপ স্থপ্ত বা অস্ত বক করার জন্য লিখলে কালি দ্বারা লিখবে।

কোন কোন বুরুর্ব বলেন, যে ব্যক্তির জন্য তাবিজ লিখবে, সে ব্যক্তির গাত্র বর্ষের প্রতি খেয়াল রাখবে। গাত্রের রং লাল হলে লাল রং হলুদ হলে জাফরান দ্বারা, সাদা হলে কার্বন অথবা চূনা দ্বারা এবং কালো রং হলে কালি দ্বারা তাবিজ লিখবে।

তাবিজ যদি মাদুরী বা অন্য কোন কিছুর মধ্যে ভরা থাকে, তবে সাথে নিয়ে পার্যানা প্রশংসন দেখবায় নাহি। তবে খুলে রেখে যাওয়াই ভাল। এতে প্রমাণিত হয় যে, বৌগ্য বা আমার পাতে পোদাই করা তাবিজ যদি কাপড় বা অন্য কোন কিছুতে ঢাকা থাকে, তবে দেখবায় নাহি। কিছু খোলা অবস্থায় পার্যানা প্রশংসনবান্নায় গেলে পাপ হবে।

যে তাবিজ বা আমলে আল্লাহর নাম নাই, এটা লেখা বা পড়া জায়েয় নাহি। যাদু-টোনা শিক্ষা করা হারাম, এতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ পাক এ জাতীয় আমল করা হতে মুসলমানদিগে রক্ষা করুন।

এখন একটি প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, তাবিজ লিখে বা বাড়-ফুঁক দিয়া কিছু টাকা পয়সা গ্রহণ করা জায়েয় কিনা? এর উত্তর এই যে— যার মনে কোন প্রকার ধোকাবাজী নেই, এমন ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে। ধোকাবাজি ব্যক্তির তাবিজ লেখা বা তৎপরিবর্তে কিছু গ্রহণ করা, কোনটাই জায়েয় নাহি। যেমন, যে ব্যক্তির তাবিজ লেখা সময়ে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা নেই, অর্থ কিভাবে নিজের দেশে তাবিজ আথবা ছু ছু করে ফুঁক দেয়। এটাই ধোকাবাজী এবং এ জাতীয় কাজ করা এবং পয়সা গ্রহণ করা হারাম। পাক অধিক জ্ঞাত। তাবিজ লেখার সময় নিচের বিষয় গুলি ভালভাবে লক্ষ রাখতে হবে।

- [১] প্রথমে অযু গোসল করে পাক পবিত্র হবে। [২] পাক সাক কাপড় পরিধান করবে। [৩] পাক জায়গায় বসবে। [৪] তাবিজ লেখা কালো কারো সাথে কথাবার্তা বলবে না। [৫] তাবিজ লেখা কালো যেন গায়ের মুহরিম মহিলার ছায়া যেন নিজের [লেখাকের] উপর না পড়ে। [৬] গ্রহণ ও বশীকরণ বিষয়ক তাবিজগুলি মাসের প্রথম ভাগে লেখবে। [৭] অন্যান তাবিজ যে কোন সময় লেখা চলবে। [৮] আতশী তাবিজ লিখার সময় পূর্বদিকে মুখ করে একজানু অবস্থায় বসে লিখবে এবং নিকটে আগুন রাখবে। [৯] বাদী তাবিজ লিখার সময় পশ্চিম দিকে মুখ করে খুব উচ্চ স্থানে বসবে। [১০] আবী তাবিজ লিখার সময় সমুদ্র, নদী, পুরুর অথবা কোন কৃপের কিনারায় উত্তর দিকে মুখ করে বসবে। [১১] খাকী তাবিজ লিখার সময় জন মানবহৃষ্ট স্থানে একজানু অবস্থায় দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসবে।

বিভিন্ন তাবিজ লিখার ভিন্ন ভিন্ন সময়

জানা দরকার যে, মানুষের উদ্দেশ্য ও সমস্যা যেমন নানা ধরনের রয়েছে, তাই একই সময়ে লিখলে তার ফল পাওয়া যায় না। বরং অবস্থা ভেদে তার সময় ও তাবিজ বিভিন্ন বেতে নিতে হয়। যেমন :

ভালবাসা সম্পর্কিত তাবিজ : চন্দ্র মাসের প্রথম রবিবার সূর্যোদয়ের সময় লিখতে হয়। আর সোমবারে লিখলে জোহর ও আসরের নামায়ের মধ্যবর্তী সময়ে এবং শুক্রবারে লিখলে উজান বেলা লিখতে হয়।

বিছেন্দ ঘটানো তাবিজ : এ তাবিজ বাম হাত দ্বারা লিখলে ফল ভাল হয়। এটা যে কোন চন্দ্রমাসের শেষ শনিবার প্রথম প্রহরে, মঙ্গলবার দিনের শেষ তাগে লিখতে হয়।

বৈকীরণ তাবিজ : এ জাতীয় তাবিজ লিখবার কালে মুখে গোল মাটির রেখে লিখে থাকে থুবু দীরে থাস-প্রশ্বাস করবে। এটা ফলের রস দ্বারা লিখলে শীত্র কার্যান্বায় হয়।

রোগ-ব্যাধি সংক্রান্ত তাবিজ : এ সমস্ত তাবিজ ফজরের নামায়ের পরে লিখলে থুবু ভাল ফল পাওয়া যায়।

যাদু-টোনা সংক্রান্ত তাবিজ : এ তাবিজগুলি সাধারণত শুক্রবার এবং সোমবার আসরের পরে লিখলে কার্যকারিভাবে বেড়ে যায়।

জ্ঞিন-ভৃত সংক্রান্ত তাবিজ : এ সকল তাবিজ শনিবার, মঙ্গলবার কিংবা বৃহস্পতিবার ফজর অথবা এশার নামায়ের বাদে কয়েকবার চারিবুল, আয়াতুল কুরসী এবং সাতবার দরদ শরীর পাঠ করে লিখতে হয়।

উদ্দেশ্য সফল বিষয়ক তাবিজ : এ তাবিজ লেখার পূর্বে লেখক তেত্রিশ বার “ইয়া মুজীরু” তেত্রিশ বার “ইয়া কান্দিউ” তেত্রিশ বার “ইয়া মুসাবিরুর” ও এগার বার দরদ শরীর পাঠ করে নিবে।

অন্যান্য তাবিজ : অন্যান্য যে কোন তাবিজ লেখার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। আল্লাহর নাম আরম্ভ করে এবং পালনী বিষয়সমূহ পালন করে যে কোন দিন ও সময়ে লেখতে পারবে।

অথবা অধ্যায়

মহবত প্রণয় ও বিছেন্দের তদবীর

ভালবাসা বা মহবত সৃষ্টির তদবীর

যদি কেন ব্যক্তি কোন লোককে জায়েজ তারিকায় মহবত করতে পাঠ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** চায়, তবে সে ব্যক্তি সাতশত হিয়াশিবার করিয়া প্রতিবার এক গ্লাস পানিতে ঝুঁক দিবে। এ পানি যাহাকে মহবত করিয়া তাহাকে পান করাবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহবত পয়দা হবে।

ভালবাসা বা মহবত সৃষ্টির দ্বিতীয় তদবীর

যদি কেহ কাহাকেও মহবত করতে চায়, তাহা হলে নিম্নোর নকশাটি লিখে মানুষীভাবে ভরে ডান হাতের বাজুতে ব্যবহার করবে। ইন্শা মহবত পাকাপোক হবে।

নকশাটি এই-

৮৭৬

والذين	الله	كحب	يحبونهم
امنوا	والذين	الله	كحب
اشدحبا	امنوا	والذين	الله
لله	اشدحبا	امنوا	والذين

মহবত করে কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কেহ কাহাকেও ভালবাসে, তবে নিম্নের নকশা কাগজে লিখে উভয়ের নাম লিখে কাপড়ে মোড়িয়ো যে কোন গাছের ডালে ঝুলাইয়া বাঁধবে। আল্লাহর ফজলে যখন তাবিজটি বাতাসে ঝুলিবে তখন প্রিয়া বা প্রিয় ছুটিয়া আসবে।

নকশাটি পুরবর্ণ পৃষ্ঠায় দেয়া হল-

৩০.	২০৩	২০৬	২৪৩
২০০	২৪৪	২৪৭	২০৫
২৪০	২০৮	২০১	২৪৮
২০২	২৪৭	২৪৭	২০৭

ভালবাসাতে রাজী না হলে তদবীর

যদি কেহ কাহারো উপ আশেক হয়, তাহা হলে প্রিয়র ব্যবহার কৃত
কাপড়ের একটি টুকরায় নিম্নের নকশাটি শনিবারে লিখিয়া আঙুলের ডিতে
ফেলে দিবে। আল্লাহর রহমতে প্রিয় পাগল হয়ে ছুটে আসবে। তবে না
জায়ে তাবে এই তদবীর করবে না। নকশাটি এই—

ع۱۱۱۳	ع۱۱۹	ع۲۱۱۳	ع۱۱۱۷
ع۱۳۱۹	ع۱۱۹	ع۲۱۹	ع۱۱۱۱
ع۹۱۱۳	ع۱۳	ع۹۱۱۲	ع۱۲۹۹
ع۹۱۱۳	ع۹۲۱۱	ع۹۱.	ع۱۹۱۱

ভালবেসে একান্ত কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও মহবত করে এবং তাহাকে একান্ত কাছে
পেতে চায়, তাহা হলে নিম্নোক্ত নকশাটি কাগজে লিখিয়া মাদুলীতে ডরিয়া
যাহাকে মহবত করে তাহার শয়ন গৃহে দাফন করে রাখবে ইন্শা আল্লাহ
সে পাগলের মত ছুটে আসবে। নকশাটি এই—

১৪	১১	৪	১৭
০	১৬	১০	১.
১৯	৭	৯	১২
৮	১৩	১৮	৭

ফ্লান বিন ফ্লান

আদি ও আসল লজ্জাত্ত্বনেছা তাবিজের কিতাব
প্রথম ফ্লান এর স্থলে নিজের নাম ও দ্বিতীয় ফ্লান এর স্থলে নিজের
পিতার নাম লিখিবে।

ভাল বাসিয়া প্রিয়াকে কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কাহারো উপর আশেক হয়ে অধিক মাত্র অস্থির হয়ে
পড়ে, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে সালিতা বানাবে তিলের তৈল মিশিয়ে
জালাবে। আল্লাহর রহমতে কিছু নিম্নের মধ্যে প্রিয়কে পাবে।
নকশার নিচে প্রথম ফলানো স্থালে প্রিয়র নাম এবং দ্বিতীয় ফলানের
স্থালে প্রিয়ার নাম লিখিতে হবে।

নকশাটি এই

১	৮	১	১৪
২	১২	১২	৭
১৬	১৩	৬	৯
০	১০	১০	৪

ফ্লান বিন ফ্লান

প্রেমিক ও প্রেমিকার মিলনের পরীক্ষিত তাদবীর

প্রেমিক ও প্রেমিক ও প্রেমিকার মধ্যে মহবত সৃষ্টি এবং মিলনের জন্য
এই তদবীরটি পরীক্ষিত এবং আশ্চর্য বকমের পলদায়ক ও কার্যকারক।
এই ত্বরিত চার নিয়মে ব্যবহার করা যাব।

প্রথম নিয়ম : এই নকশা কাগজে লিখিয়া মাদুলীতে ভরে ডালিম
গাছের বুলাইয়া বাঁধবে। বাতাসে মাদুলীটি নাড়াচড়া করলে প্রেমিক
প্রেমিকের সাথে ডালিম গাছে বুলিয়ে বাঁধিবে। বাতাসে মাদুলীটি নাড়াচড়া
করলে প্রেমিক প্রেমিকের সাথে মিলিবার জন্য অস্থির হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় নিয়ম : এই নকশাটি লিখে মাদুলীতে ভরে যে কোন
ময়দানের মধ্যে দাফন করিয়া রাখবে। ইন্শা আল্লাহ অন্ত দিনের মধ্যেই
প্রিয়কে পাবে।

তৃতীয় নিয়ম : এই ন্যাা লিখে গমের আটা দ্বারা ভিতরে ন্যায়া
গুলি বানিয়ে একুশ দিন পর্যন্ত সকাল বেলা নদীতে বা সমুদ্রে নিক্ষেপ
করবে। আল্লাহর রহমতে প্রিয় মিলাবার জন্য পাগল হয়ে যাবে এবং পাবে।

৪৬

আদি ও আসল লজ্জাত্মকেছা তাবিড়ের কিতাব

চতুর্থ নিয়ম : এই নকশা লিখিয়া সলিতা বানিয়ে একবারে। সলিতার মুখ প্রিয়ার বাটীর দিকে রাখবে। ইন্শা আয়াহ মন্ত্র দিনের ভিতরে প্রিয়াকে লাভ করবে। নকশার নিচে ০ এর স্থলে ধীর জিয়া নাম লিখবে।

নকশাটি এই-

৪৭৬

احد	الله	هو	فَل
يَلِد	لَمْ	الصَّمْد	الله
وَلَمْ	لَدْ	بُو	وَلَمْ
اَحَد	كَفْوَا	لَهْ	بِكْن
فَلَانْ بَنْ فَلَانْ			

গভীর প্রেমের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চায় কিংবা স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে মহবত বৃদ্ধি করতে চায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি মেশক ও জাফরান গোলা কালি দ্বারা লিখে নকশার নিচে দিখিত প্রথম নাফ এর স্থানে প্রেমিকার নামে ও দ্বিতীয় ফ্লান এর স্থানে তাহার মায়ের নাম লিখবে। তার পর এক গ্লাস দুধের মধ্যে উক্ত নকশা ওপিয়া দুধের ভিতরে তিনবার কুলি করিয়ে পান করাবে। তিন দিন অথবা সাত এই নিয়মে পান করাবে।

কিন্তু এই আমল করার পূর্বে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া আটার ভিতরে ভরিয়া গুলি বানাইয়া সমুদ্রে অথবা নদীতে নিক্ষেপ করতে হবে। তারপর প্রেমিকাকে দুধ পান করাবে। গুরুকশাটি এই-

لدى	طھى	۱۱۱	۱۱۱
۱	۲		۱.
۹	۷		۴
۳	۱۱		۱

عَلَى حَبْ فَلَانْ بَنْ فَلَانْ

আদি ও আসল লজ্জাত্মকেছা তাবিড়ের কিতাব

৪৭

গভীর প্রেমের দ্বিতীয় তদবীর

প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে ভালবাসা বাঢ়াবার জন্য অথবা উভয়ের মিলনের জন্য নিম্নোক্ত নকশাটি পানিতে গুলিয়ে এ পানি উভয়ের পান করাবে। অথবা মাদুলীতে ভরে উভয়ের হাতে ব্যবহার করাবে। ইহা পর্যাপ্ত আমল। নকশাটি এই-

৪৭৬

۱.	۲	۸.
۴	۷	۹
۶	۱۱	۳
فَلَانْ	فَلَانْ بَنْ	عَلَى حَبْ

ভালবাসার ব্যক্তিকে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি কাহারো উপর আসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং তাহাকে কাছে পেতে চায় তবে নিম্নোক্ত হয়েছে, তাহাকে পান করাবে। আল্লাহর রহমতে সফল হবে। নকশাটি এই-

৪৭৬

۲۴.۱	۴۱	۸	ک
۷	۲۱	۰	۴۶
۲۲	۵	۲۹	۱۹۹
	۱۳		

فَلَانْ بَنْ فَلَانْ

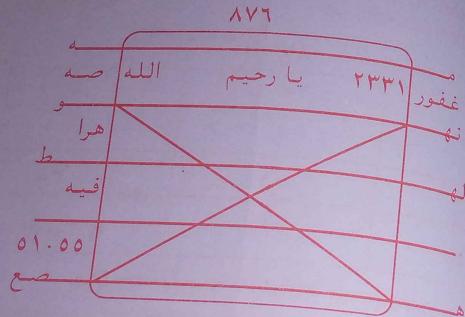
কোন যুবতীকে ভালবাসায় জড়ানোর তদবীর

যদি কোন যুবক কোন যুবতীকে ভালবাসে এবং তাহাকে পেতে চায়, তবে সেই যুবতীর ব্যবহৃত জামা আনিয়া উহাতে শনিবার দিন আসরের নামায়ের পার নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া সলিতা বানাইয়া কাল পারীর

আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

দুধের ঘৃত দ্বারা সালিতাটি জ্বালাবে। আল্লাহর রহমতে তৎক্ষণাত্ত ঘৃত
ব্যুরুল হইয়া ছটিয়া আসবে। এই তদবীর পরীক্ষিত। সাবধান! যদি
অবস্থাতেই ইহা নাজায়ে কার্যে ব্যবহার করবে না।

নকশাটি এই



থ্রেমিকাকে কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন যুবক কোন যুবতীর প্রতি আশেক হয়, তাহলে নিম্নোক্ত
রাখে, তবে আল্লাহর রহমতে সে পাগল হয়ে ছুটিয়া কাছে আসবে।
তাবিজটি এই

ص ح ط ع ط ط ط ح ح ط ل ل ه

ر ص ر ص ل া ল া ল া ল া

থ্রেমিকাকে কাছে পাওয়ার তদবীর

যদি কোন যুবতী কোন যুবকের থ্রেমে হাবড়ুর খায় এবং তাহাকে
নিবিড় ভাবে পেতে চায়, তবে নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে গুরুর দুধের ঘৃত
দ্বারা কাজল বানাইয়া চোখে লাগিয়ে থ্রেমিকের সম্মুখে উপস্থিত হলে, সে
পাগল হয়ে তাহার নিকট ছুটিয়া আসবে।

নকশাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হল—

আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

	১	১	১
حدود و	২	৭	১২
৯	৫	৯	৬
২.	৪	৪	৫

علی حب فلان بن فلان

থ্রেমিকাকে থ্রেমে পাগল করিবার তদবীর মহবত বেশী হবার জন্য
নিম্নোক্ত ইসিম মোবারক সাতবার পাঠ করে আনারের পুর্ণেন বটিন দূর
কারে থ্রেমিকার হাতে দিলে এবং সে উহা হাতে লওয়া মাত্র তাহার থ্রেমে
উদ্বিদী হয়ে যাবে।

ইসিমটি এই

جَلْدُ جَلْدُ جَلْدُ كَلْدَ بُولَيْتُ هُوَاهَا

উচ্চারণ : জিল্দু জিল্দু জিল্দু কালাদ বাওয়লিয়াতত হয়া হা।

থ্রেমিককে থ্রেমে পাগল করিবার তদবীর

ভালবাসা বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন সুগন্ধিযুক্ত বস্তুর উপর নিম্নোক্ত
আয়াত এক হাজার বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে যে যুবককে ভালবাসে
তাহাকে খাওয়ালে সে তাহার নিকট পাগলের মত দৌড়াইয়া আসবে।

أَخْرَى أَحْمَدَ مُضطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَكَرَفَلَأَ

لِعَادِلِهِ شَرِئِ مِنْ حَلْقِهِ حَبْ فَلَانِ بنِ فَلَانِ -

উচ্চারণ : আখারা আহমাদ মুসত্তাফ সাল্লালাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা
ইয়া হাকারু ফালা লিআদি লিহি শাইওম্ মিন খালক্ষিহি হবব ফুলানুবুনি
ফলানিন।

প্রথম ফ্লান এর স্থলে থ্রেমিকার নাম এবং দ্বিতীয় ফ্লান এর স্থলে
থ্রেমিকের পিতার নাম বলবে।

আদি ও আসল লজ্জাতন্মেছা তাবিজের কিতাব

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসার তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা পয়দা হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত নথগুলি দুই টুকরা কাগজে লিখে একটি পানিতে ধূয়ে উক্ত পানি স্বামীকে পরিচাবে। এবং অপরটি মাদুলীতে তারে শুলি হাতে বাঁধিয়া ব্যবহার করাবে। আল্লাহর রহমতে উভয়ের মধ্যে মহবত গভীর হবে।
নকশাটি এই-

৮	১১	১৪	১
১৩	২	৭	
৩	১৬	৯	১২
১.	০	৪	৬
৮৭৬			
১০			

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টির তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মহবত বৃদ্ধি কারবার জন্য নিম্নোক্ত নকশা লিখে তাহার নীচে স্বমীর নাম তাহার মা-বাপের নাম লিখে মাটির গুলি বানিয়ে তাহার ভিতরে তাবিজ ভরে আঙুনে জালাবে। ইন্শা আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মহবত গাঢ় হবে।

নকশাটি এই-

১৬	১.	২২	৯
২১	১০	৮	২০
১১	২৪	১৭	১৪
১.	১৩	১২	২৩
৮৭৬			

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির অন্য তদবীর

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মাবার উদ্দেশ্যে কোন স্ত্রীলোকে নিম্নোক্ত নকশা লিখে সঙ্গে ধারণ করিলে স্বামী বেচারা বশে থাকবে আর স্বামী লিখে সঙ্গে রাখলে স্ত্রী ঝাঁঁদীল মত স্বামীল ছক্ষু পালন করবে।

আদি ও আসল লজ্জাতন্মেছা তাবিজের কিতাব

নকশাটি এই-

৮৭৬

لولو	۳	او وو
وصلی	هیمو	وهى
سو	منع	واو

মহবত সৃষ্টির তদবীর

যদি নেক নিয়তে কোন স্ত্রীলোককে প্রেমে আবদ্ধ করতে ইচ্ছা হয়, তবে নিম্নোক্ত নকশা লিখে পাগড়ী অথবা টুপির মধ্যে রেখে সঙ্গে ধারণ করবে। ইন্শা আল্লাহ বাসনা পুরা হবে। নকশাটি এই-

৮৭৬

ياسلام	يا وهاب	يا جامع
يا مجيد	يا رحيم	يا للله
يا باعث	يا واسع	يا محسى
يا محب	يامحب	يا محب

على حب فلانة بنت فلانة - ١١٧٨٦ - ٩١١ - ٥٤ - ١١٢٢

অবাধ্য নারীকে বাধ্য করবার তদবীল

কেনা স্ত্রীলোককে অধীন করতে চাহিলে সুর্যোদয়ের সময় নিম্নোক্ত নকশা হাতের উপর লিখে উক্ত স্ত্রীলোককে সালাম দিলে সে বাধ্য হয়ে যাবে। নকশাটি এই-

১১ ১১ ১৫ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১ ১১

فلانة بنت فلانة الساعية الساعية الساعية الساعية

বামী সীর মধ্যে খনোমালিন্য দূর করিবার তদবীর
কিন নিম্নোকত নকশা লিখে ধারণ করলে, উভয়ের মধ্যে গজীর প্রশংসন
জন্মিবে।

নকশাটি এই-

العلى	الإبالة	ولاقة	لا حول
العب	تجند	العظيم	العظيم
هـ	وجو	هـ	هـ
ق	س	س	س

৮৭১

على حب فلان بين فلان

ভালবাসা সৃষ্টির তাদবীর

কোন মেয়ে লোককে মহৱতে করতে ইচ্ছা করলে এবং তাহাকে গো
চাইলে, নিম্নোকত নকশা পানের উপর লিখে খাওয়াইয়া দিলে অতি স্বচ্ছ
তাহার মহৱতে আসবে।

নকশাটি এই-



১০	১	৭
৩	২৬৭	২৬৯
২৬৬	৮	১
০	২৬০	২৬৮

৮৭২

যুবতীকে বশীভূত করিবার তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি জায়েম যাতে কোন যুবতীকে নিজের বশীভূত করতে
চায় বা বিবাহ করতে বাসনা বাধে, তাহা হলে নিম্নোকত তাবিজটি লিখে
তাবিজের ভিতরে ঐ যুবতীর নাম ও তাহার মাতার নাম এবং ঐ ব্যক্তির
নাম ও মাঝের নাম লিখতে হবে। অতঃপর এই তাবিজ মাটির মধ্যে
পুতিয়া বাধতে হবে। এই তাবিজ মাগরিব ও শেষের নামায়ের মধ্য বতী
সময় লিখতে হবে।

তাবিজটি এই-

সহস্রদা সহস্রদা সহস্রদা সহস্রদা

হ্যান্স হ্যান্স হ্যান্স হ্যান্স

সুস্মৃতি সুস্মৃতি সুস্মৃতি সুস্মৃতি

সুস্মৃতি সুস্মৃতি সুস্মৃতি সুস্মৃতি

সন্দেশ

যুবতীকে ভালবেসে বাসনা পূর্ণ করিবার তদবীর যদি কোন লোক

বামী কর্কশতাব্দী বা কৃক্ষ প্রভাবের হলে, নিম্নোকত নকশা সোমবার দি
নকালে লিখে যাতে মধ্যে পুতিয়া তুটাট করে জুতা মারবে।

নকশাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হল-

৮৭৬

আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

৫৫

الحـ	الساعـة الحـ	فـلـان بـين
٢٦	٤٨	١٨
٢٧	٣٤	١٢

প্রথম ফ্লান এর হলে নিজের নাম এবং দ্বিতীয় ফ্লান এর প্রেমিকার নাম লিখবে।

মুৰবককে ভালবেসে বাসনা পূৰ্ণ কৰিবাৰ তদবীৰ

যদি কোহ কাহাকেও যহুৰত কৰে, তবে নিয়োজ তাবিজটি কাঙ্গলেখে মাদুলতে ভাৰে প্ৰেমিকাৰ চলাচলেৰ পথে আটিৰ মাধ্য পৰ্যাখাখৰে। আশ্চাৰ রহমতে অঞ্চ দিনেৰ মধ্যে মনেৰ বাসনা পূৰ্ণ হৰে

তাবিজটি এই-

৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪

যদি কোন লোক কোন নারীকে ভাল বাসিয়া বিবাহ কৰতে ইচ্ছ কৰে। আৰ এই নারী ইহাতে রাজী না হয়, তবে নিম্নেৰ তাবিজ নিষিয়া পানিতে ঘুলিয়ে দ্বি পানি তাহাকে পান কৰাবে। ইহাতে আপৰাগ হলে মে কোন থাবাৰ বাস্তুতে দ্বি পানি মিশিয়ে খাওয়াবে। আশ্চাৰ রহমতে দ্বি নারী তাহার প্ৰেমে পাগলিনী হয়ে বিবাহে রাজী হৰে।

নকশাটি এই-

ভালবেসে খণেৰ আশা পূৰ্ণ কৰিবাৰ তদবীৰ
এই তাবিজ একত্ৰে মিশিয়ে চেৱাগে জালাবে। আশ্চাৰ রহমতে আজ দিনেৰ মধ্যে খণেৰ আশা পূৰ্ণ হৰে।

নকশাটি এই-

৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪৪

বশীভৃত কৰিবাৰ তদবীৰ

যদি কাহারো প্ৰতি কোন লোক আসক্ত হয় এবং তাহাকে বশীভৃত কৰে পেতে চায়। তাহা হলে নিচেৰ নকশাটি কাগজে লিখে লাল তুল দিয়ে মোড়িয়ে আঙুলে জুলাবে। মোড়িয়ে আঙুলে জুলাবে। আৱ জুলালাবাৰ সময় প্ৰেমিকাৰ বাঢ়িৰ দিনে মুখ কৰিয়া জুলাবে।

প্রথম এর প্রেমিকের নাম দ্বিতীয় ফ্লান এ তাহার প্রেমিকের নাম দ্বিতীয় ফ্লান এ তাহার প্রেমিকের নাম দ্বিতীয় ফ্লান এ

লিখবে -

বস্ত্র লাভের তদবীর

কাহারো সাহিত বস্ত্র স্থাপন করার জন্য নিম্নোক্ত
পর্যন্ত কেনা মাটির বর্তনে লিখে উহা ধূয়ে পানি কম্পাণি
আল্লাহর রহমতে তাহার মহৱতে হারুডুর খাবে -
নকশাটি এই

৮৭১

মিকাইল উ

এবিল ۲
এবিল ۳

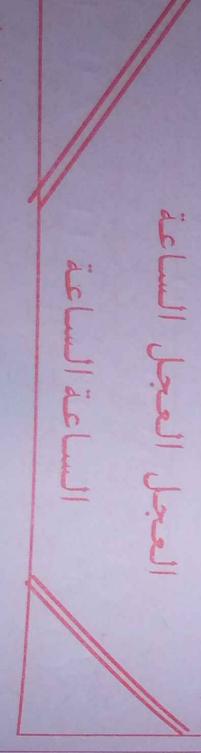
زر الارض زر الها

واخرجت الأرض اشقايلها و قال الانسان مالها

بِسْمِ اللَّهِ تَخَذِّلُ أَخْبَارَهَا الْوَحَا الْوَحَا

العجل العجل الساعة

الساعة الساعة



اسرفيل ۲
يريل ۲

কোন ঘানুষকে বাধ্য করার তদবীর

কোন লোককে বাধ্য করতে হলে শুধুবার দিন যখন ঈমাম সাত
মিষ্ঠের খোঁও দিতে উঠে, তখন নিম্নোক্ত নকশাটি দোয়াসহ লিখে নিঃ
শরীরে ব্যবহার করলে, আল্লাহর রহমতে যাহার নিয়তে তদবীর করা
তাহার বাধ্য হয়ে যাবে ।

নকশা ও দোয়াটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হলো-

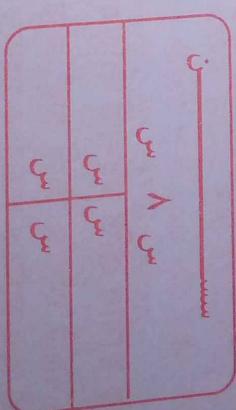
۳	۱۱۳۷۳۳۸	۶۱۳۱۶
۴	۳۱۱۶	۶۱۸۴
۵	۳۷۷	۵۰۹
۶	۱۲۳۱	۲
۷	۸۵۳۱	۳
۸	احبـ	ـ
۹	الروحـ	ـ

তরকুয়া যান্তির অর্থ এই নামের সঙ্গে বৈচিত্রে ফ্লান
বিন ফ্লান বিন ফ্লান বিন ফ্লান

ভালাসার অন্য তদবীর

যদি কোন বাঙ্কি নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে সঙ্গে রাখে, তবে সমস্ত
শাখালুক তাহার বাধ্যগত হবে এবং তাহাকে ভাল বাসবে ।

নকশাটি এই-



আবেধ প্রণয় নষ্ট করা

১। একটি মতুন মাটির পাতিল ঢাকনাসহ সামনে রেখে সুরা ইয়াহুন
পাট করবে । প্রত্যেক মস্বিন (মুবিন) পর্যন্ত পড়ে ঢাকনা উঠিয়ে পাতিলের
ভিতর ফুক দিবে এবং তখন মনে মনে আবেধ প্রণয়করীর নাম উচ্চারণ
করবে । সুরা পাট শেষ করে কোন কৌশলে পাতিলটি আবেধ প্রণয়করীদের
শাবাখানে নিয়ে হাঁচ ফেলবে । এতে ইনশাআল্লাহ সম্পর্ক ছিল হয়ে

আদি ও আসল লজ্জাতন্ত্রে ভাবিজের কিতাব

আশা আকাংখা পূরণ

৫৯

১। যে কোন আশা আকাংখা পূরণের জন্য নিম্নোক্ত দোয়াটি পরিত্ব
বিছানায় বসে একাধারে ১২দিন পর্যন্ত দৈরিক ১২শ বার পাঠ করবে,
অতঃপর সেখানেই শয়ন করবে। ইন্শাআল্লাহ আশা পূর্ণ হবে।

দোয়া এই-

بَدْعَهُ الْعَجَابِ بِالْخَيْرِ بَا بَدْعَهُ

২। পাক পবিত্র হয়ে নির্জন হজরায় বসে একাথানিতে প্রথম
দিন এক হাজার বার, দ্বিতীয় দিন তিন হাজার
বার- এভাবে বর্ধিত করে ১২ দিন পর্যন্ত এ দোয়া আরংশ করার পূর্বে ও
পরে বিসমিল্লাহ সহ দুরদ শরীফ পড়বে। আমল শেষে দুই রাকাত নামায
পড়ে হজুর (স)-এর নামে দোয়া বখনীশ করবে।

৩। অথবা- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ২৪ বার সূরা নসর পাঠ
করবে।

৪। অথবা- এশার নামাযের পর দৈরিক ৭০ বার নিম্নে দোয়া পাঠ
করলে এ দোয়ার উচ্চিলায় আশা আকাংখা পূর্ণ হবে। দোয়া এই-
يَا حَسِّيْبَ يَا قَيْوَمْ يَحْقِّقْ لِأَلَّهِ الْإِنْسَانَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كَنْتِ مِنْ
الظَّلَمِيْنَ -

৫। অথবা- খালেছ নিয়তে সূরা ইয়াছিন ১, ৩, ৫, বা ৭জন লোক
নিয়ে পাঠ করবে। পাঠের পূর্বে ১০০ বার দুরদ শরীফ পড়ে নিবে, তবে
তার মাঝে দুই পূর্ণ হবে। এটা পরীক্ষিত আমল।

৬। হাদিসে আছে, নিম্নের দোয়াটি পড়ে আল্লাহর নিকট যে কোন
উদ্দেশ্য নিয়ে প্রার্থনা করলে তা করুল হয়। দোয়া এই-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ إِلَّا هُوَ أَحَدٌ -

৭। বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ার পর কারো সাথে
কথা না বলে জায়নামায়ে বসে ১০০ বার নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে
মুনাজাত করবে তার সে মুনাজাত ও দোয়া করুল হবে।

দোয়াটি পুরাণী পট্টায় দেয়া হবে

الشدة	الخير	لحب	وانه
لعد	وانه	لشديد	الخير
وانه	الخير	لحب	لشديد
الخير	لشديد	وانه	لحب

আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . سَبِّحَانَ الْقَادِرِ الْعَلِيِّ الْقَوْيِ
الْكَافِيِّ بِأَحَقِّهِ مَا يَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

১৪। অথবা- একাধারে তিনদিন ফজরের নামায পর ৭ বার করে
আয়াতুল কুরই পাঠ করে আয়াহর নিকট দোয়া করলে যে কোন সৎ
উদ্দেশ্য হাসিল হয়।

১৫। বৃথ, বৃহস্পতি ও শক্রবার রোধা রাখবে। জুমার নামাযের পূর্বে
গোসল করে ভাল পোশাক পরিধান করে আতর লাগিয়ে মসজিদে যাবে।
জুমার নামাযাতে তিনবার বা পাঁচবার নিমোক দোয়া পাঠ করে প্রার্থনা
করবে। এর হলে নিজের সৎ মাকছুদের কথা লক্ষ্য করবে।

দোয়া এই-

اللَّهُمَّ ائْتِي أَشْتَلَكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ عَالَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَشْتَلَكَ
بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي
عَنْتَ لَكَ الْقُلُوبَ وَدَرَنتَ مِنْكَ الْعَيْنَينَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تَفْيِي حَاجَتِي كَذَا كَذَا .

১৬। অথবা- নিম্নলিখিত তাবীজটি লিখে পাখির গলায় বেঁধে পাখিটি
জঙগের দিকে ছেড়ে দিবে ইন্মাআয়াহ মাকছুদ পুরা হবে।

১৭। অথবা- নিমোক তাবীজটি ৩০ টুকরা কাগজে ৩০ বার লিখে
অতঃপর পৃষ্ঠায় নিজের মনোবাসনার কথা সংক্ষেপে লিখবে। পরে তা কোন
নদীতে নিষ্কেপ করবে। এক মাস যাবত এক নির্দিষ্ট সময়ে এক্ষণ করলে
ইনশাআয়াহ আশা আকাংখা পূর্ণ হবে। তাবীজ এই-

৪	৩	২	১	০	১
মা	৪	৩	২	১	০
০	০	০	০	০	০
০	০	০	০	০	০

আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . سَبِّحَانَ الْقَادِرِ الْعَلِيِّ الْقَوْيِ
الْكَافِيِّ بِأَحَقِّهِ مَا يَقُولُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

৮। অথবা- আয়াহের পরিত এ নামগুলো যিকির করে দোয়া করলে
নিম্নলিখিত দোয়া কুরু হবে।

৯। নিম্নীলিখিত আয়াতে আয়াহ (আয়াহ) শব্দটি দুই বার আছে। এ দুই
আয়াহ পক্ষের মধ্যাচ্ছে দীর্ঘ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দোয়া করলে অবশ্যই
জ্ঞান দুই বার আয়াত করার আছে। আয়াত এই-
জ্ঞান দুই বার আয়াত করার আছে।

১০। অথবা সূরা মৃহ (পারা ২৯) তেলাওয়াত করার সব সময় অভ্যাস
রাখলে সব রকমের মাকছুদ পুরা হয় এবং চিত্ত ভাবনা ও মনের অস্ত্রিতা
দূর হয়।

১১। অথবা- শব্দটির অক্ষরগুলো পৃথক পৃথক করে এভাবে
লিখবে।

অতঃপর একাধারে যে, পড়ার সময় মধ্যম অক্ষর "م"-এর প্রতি
দেখবে এবং নিজের উদ্দেশ্যের নিয়ত করবে। এতে তার দীন-দুলিয়ার কাজ
সৃষ্টি হবে এবং মাকছুদ সংজ্ঞে পুরা হবে।

১২। অথবা এক থানে বসে সূরা ওয়াকিয়া ৪১ বার পাঠ করলে
মাকছুদ পুরা হয়, বিশেষ করে জীবিকার জন্য করলে তা কুরু হয়।

১৩। হ্যাতে অবশ্য কাদেরে জিলানী (রহ) বলেন, যে ব্যক্তি একাধারে
১০দিন পর্যন্ত এখানের নামায পর ১০ বার করে নিমোক দোয়া পাঠ করবে

১২ আদি ও আসল লজ্জাতুন্মেছা তাবিজের কিতাব
 ১৩ অবৈজ্ঞানিকভাবে তাবিজটি ১১ টুকরা কাগজে লিখে অত্যই এখন
 করে তাবিজ আটোয়ে পথে তরে ২৬ দিন নদীতে নিষ্কেপ করবে এখন
 মাস মুন ইউলাশা হৃষি করবে। তাবিজ এই-

يَا جَهَنَّمَ

৭৮৬

২১	১৬	২৩
২৫	৩.	১৮
১৭	২৪	১৯

يَا رِشَانِيْل

يَا دَرَوْنِيْل

يَا تَكْفِيل

১৪ অধৰা যে কোন পাক গবিত্র জায়গায় মাটির উপর কিংবা তজজ
 টপুর নিম্নাংশ লিখে মুছতে থাকবে। ইন্শাআল্লাহ অতি সজ্ঞ
 তার পিষদ কেটে নিয়ে হাসিল হবে। তাবিজ এই-

১	১	১	৭	১	৮
২	০	৭	৭	০	৩
৪	৯	২	২	৯	৬

১৫ কাজায়ে হজাত পূর্ণ হওয়ার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, নিম্নোক
 নিম্নে এতি সঞ্চাহ সোয়াওলো পাঠ করলে মাকচুদ পূর্ণ হয়।

يَا قاضِي الْعَاجَاتِ

يَا مُفْتَحُ الْأَبْوَابِ

يَا مُسْبِبُ الْإِسَابِ

يَا حَسِيبَ سَفَيْتِ

আদি ও আসল লজ্জাতুন্মেছা তাবিজের কিতাব

বুধবার- يَابْدِيعُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ

বৃহস্পতিবার- يَا ذَا الْجَلَلِ وَالْاَكْرَامِ

শুক্রবার- لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَيِّدُنَا وَنَبِيُّنَا كَمْنَ الظَّلَمَيْنِ

৬০

মহৱত লাভের তদবীর

নিম্নবর্ণিত দোয়া পড়ে মিহরির উপর ফুক দিয়া খাওয়ালে ইন্শা আল্লাহ
 মহৱত বৃক্ষি হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرٍ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي بَعَثَنَا فِيَ الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَفَلَتْ بَيْنَ قَلْوَبِهِمْ لَوْلَآ
 اَنْفَقْتُمَا فِيَ الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَفَلَتْ بَيْنَ قَلْوَبِهِمْ - وَلَكِنَّ اللّٰهَ
 الَّذِي بَيْنَهُمْ - إِنَّهُ عَزِيزٌ لَّكِيْمٌ

উচ্চারণ ৪ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হ্যাল্লাহী আইয়দাকা
 বিনাসরিহী ওয়া বিল মু'মিনীনা ওয়া আল্লাফা বাইনা কুলুবিহিম লাও
 আনফাকু'তা মা ফিল আরদি জামীয়াত'মা আল্লাআ বাইনা কুলুবিহিম,
 ওয়লা কিলাল্লাহা আল্লাফা বাইনাহম, ইন্নাহ আয়ীযুন হারীম।

মিজ স্বামীকে বাধ্য করার তদবীর

স্বামী অবাধ্য হ'লে নিম্ন বর্ণিত তাবিজটি লিখে স্তৰির হাতে বাধ্বে। যে
 মাসে চাঁদ রবিবারে শুক্র হয়, সেই রবিবারে এ তাবিজটি লিখবে।
 তাবিজের মধ্যে স্বামীর নাম ও নিজের নাম লিখতে হবে।

তাবিজটি এই-

০	২	৭	৪
৬	৫	৮	৩
৫	৩	২	১

فَلَانِ بنْ فَلَانَ عَلَى فَلَانَ بْنَتْ فَلَانَ

আলি ও আসল লজ্জাতুল্লেহা তাবিজের কিতাব

শ্রীকে বশে আনার তদবীর

৬৪
নিম্ন নথিত দোয়াটি কাগজে লিখে তাবিজ বানিয়ে নিজের সঙ্গে রাখজো
জীর তাব কর যেমন চুবে ইশারাইল।

দোয়াটি এই-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فَلِإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ مُتَبَعٌ مِّنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمِ

স্বামী-শ্রীর মিলনের তদবীর

স্বামী-শ্রীর উপর নারাজ থাকলে অথবা শ্রী স্বামীর অবধ্য হ'লে, নারাজ
স্বামী অবা শ্রীর ব্যবহার্য একখন্ত কাপড়ের উপর নিম্নবর্ণিত নকশাটি
শর্করার দিন আসরের নামায়ের পর দেশী কালি দারা লিখে শুলিতা বানিয়ে
চূক শর্করাটি জুলাবে। আল্লাহর ফজলে নারাজ স্বামী রাজী হয়ে যাবে
এবং অবধ্য শ্রী স্বামীর অনুগত হয়ে যাবে।

নকশাটি এই-



আলি ও আসল লজ্জাতুল্লেহা তাবিজের কিতাব

৬৫

ঐ দ্বিতীয় তদবীর

অবাধ্য শ্রীকে বাধ্য করতে হ'লে নিম্নবর্ণিত দোয়াটি একচালিশ বার পাঠ
করে একটি গোল মারিচের উপর ফুক দিবে। অতঃপর উহা আঙুনে নিঙ্কেল
করবে এবং বলবে হে এই সকল হরেকের মোহাকেলগণ ! অতি সত্ত্বৰ
উমুকের ক্ষয়ের উমককে উপস্থিত কর। দোয়াটি এই-

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِذَكْرِ جَبَارٍ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَفُورٌ غَفَارٌ -
اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ كَرِيمٌ سَتَارٌ -

উচ্চারণ ৪- ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বিয়ারিকা জাকবার। লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ গাপুরূন গাফকার। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কারীমুল্লন সন্তার।

ঐ তৃতীয় তদবীর

স্বামীকে রাজী করতে হলে অথবা শ্রীকে বাধ্য করতে হলে নিম্নলিখিত
আয়াত শারীফ সাতবার পাঠ করতঃএকটি ত্রাণ যুক্ত ফুলের উপর সাতবার
দম করবে এবং স্বামী এবং শ্রীকে স্বাণ লাইতে দিবে। আল্লাহর রহমতে
স্বামী রাজী এবং শ্রী বাধ্য হবে। আয়াত শারীফ এই -

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . فَسِيَّكِفِيكُمُ اللَّهُ هُوَ
الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

উচ্চারণ ৫ ইল্লাল্লাহ আ'লা কুলি শাইয়িন ক্ষাদীর। ফাসা ইয়াকফীকা
হমুল্লাহ ওয়াত হৃয়াস সামীউল আলীম।

বিবাহ হওয়ার তদবীর

যদি কেনা উপযুক্ত মেয়ের বিবাহ না হয়। এমন কি কোন স্থান হতে
বিবাহের প্রস্তাব না আসে তাহা হলে ঐ মেয়ে নিজে প্রত্যহ ফজলের
নামায়ের পরে ডাইন হাত বাম বাজুর উপর রাখিয়া ৪০ বার
পাঠ করবে। ইন্শা আল্লাহ ৪০ দিনের মধ্যে প্রস্তাব আসবে।

মহুরত পয়দা হওয়ার তদবীর

যদি কোন ঘরে নিজদের মধ্যে , মনোমালিন্য বা ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি
করা হয়ে থাকে তাহা হলে এই ত্রিপুরী প্রাণ হাত প্রতিষ্ঠা করতে কিংবা

৬৬ আদি ও আসল লজ্জাত্মনমেছা তাবিজের কিভাব
প্রিয়াক বাস্তুত নিম্নলিখিত আমল করবে। নিম্নোক্ত আয়াত শুনীয়ে
প্রিয়াক বাস্তুত পুরুষ পান করাবে। পান করাতে না পারিলে মাঝেমধ্যে
যাকি যে কুমার পান করে ঐ কুমার নিখিত তাবিজ ফেলিয়া দিবে।
আল্লাহর ফজলে মহল্লত প্রতিষ্ঠা হবে। তবে খবরদার! শরীয়তের খেলায়
কেন কাজে এই আমল করলে ফল খরাপ হবে।

আমল শরীক এই-

وَجَاءَ مِنْ أَفْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ شَعْبِيٌّ قَالَ يَا سُورَهْ
وَجَاءَ مِنْ أَفْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ شَعْبِيٌّ قَالَ يَا سُورَهْ
الْمَرْسَلِيَنْ - أَتَيْعُوا مَنْ لَا يَسْتَكْمَ أَخْرَاهُمْ هَمْ هَمْ
الْمَرْسَلِيَنْ - أَتَيْعُوا مَنْ لَا يَسْتَكْمَ أَخْرَاهُمْ هَمْ هَمْ

ঐ অন্য তদবীর

নিম্নলিখিত নম্বকরণ নিজের ধারণ করবে। বৃহস্পতিবার দিনে
নিখিত হবে, ইহা মহল্লাতের বে-নজীর তদবীর। নকশাটি এই

১৭.	১৮৭	৮৭৬	২৭.
৩৩ ২২ ০ ৮০৯ ০৮ ১	০৭ ১১ ১৩ ০০ ১৪ ০৬ ১	২২. ৪২ ৪১ ১৭ ০. ১৯ ০৬	২২. ৪২ ২৪ ৪৩ ৪৯ ১০ ৬৩
৪৪ ৬২ ২২ ২০ ৮০ ৮১ ১১	৩৪২ ৩২ ৩৫ ৩৮ ২০ ২৩ ৬২	১. ৪২ ২৭ ২৭ ২১ ২৭ ২২০০	১ ১৭ ২৭ ২৭ ২৬ ৩১ ৩৭ ৪৮ ৪
৫২ ৪৪ ৩৭ ৮. ২২ ৩. ২১ ১	৩২. ৪৭ ২৭ ৪. ২৩ ৩. ১৮ ০	১১ ১৮ ৩৪ ২৯ ২৮ ২৯ ৪৭ ০৯	৬ ১৯ ৩৪ ২৯ ২৮ ২৯ ৪৭ ০৯
৫ ১ ৬ ২ ২ ১ ৭ ৯ ৪ ০ ০ ১ ৪	৭ ০. ২ ১ ৪ ১ ২ ২ ৬ ৬ ৪ ০ ০ ১	৭ ৬ ১ ২ ১. ৭ ১ ১ ৭ ০ ৭	৬ ৪ ০ ৪ ১ ২ ০ ২ ১ ৮ ০ ১ ৯ ৮

ঐ অন্য তদবীর

গ্রিয় কটীন হৃদয় দেওফা হলে তাহাকে বাধ্য করার জন্য নিম্ন নকশা
দ্বারা গুরুত্ব দেওয়া হবে। ১৮ নকশা লিখে নিজের নিকট রাখবে এবং ১৯
নকশা লিখে উহা থেরে পানি থায়েকে পান করাবে। আল্লাহর ফজলে আশ্চর্য
শুন পেরিতে পাবে।

আদি ও আসল লজ্জাত্মনমেছা তাবিজের কিভাব

১৮ নকশা

৮৭১

১০	২১	২৭	১
২০	৩	১৩	২৩
০	৩১	১৭	১১
১৯	৭	৭	২৭

২৮ নকশা

৮৭৬

১৬	২২	২৮	২
২৬	৪	১৪	২৪
৬	৩৬	১৮	১২
২০	১০	৮	৩.

ঐ অন্য তদবীর

নিম্নলিখিত নকশাটি বহু বহু পরীক্ষিত। নকশাটি কাঁচ মাটির
পেয়ালায় লিখিয়া চুলার নিম্নদেশে অগ্নির নীচে দাফন করে দিবে। নকশার
গুরুত্ব দেখাতে পাবে। এই তদবীরটি অন্য তদবীর করা যায়। তাহা হল
এই, প্রিয় যদি পুরুষ হয় তবে এক বকরীর ডাইন রানের হাতে (সমুখের
পাশের) আর প্রিয়া নারী হলে বকরীর সমুখের বাম রানের হাতে নিম্নোক্ত
নকশাটি লিখিয়া উহাতে মধু মেঝে অগ্নিতে দাফন করে দিবে যেন সর্বদা
অগ্নির তাপ পেতে থাকে। তাহাতে প্রিয় পাগল প্রায় হয়ে তার প্রেমিকেরে
সাথে মিলিত হবে।

নকশাটি এই-

৮	১১	১৮	৫	১.	১৮	১১
৯	১১	১৮	৫	৯	১১	৯
১	৫	১১১	৫	১	১৯	১১১
১১	১১৮	৫	৫	১১	২১	১১
১	২	৫	৫	১১	৫	৫
৮	৮	১	৫	১	৪	১৮
			الساعة	৪০		

فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

আদি ও আসল লজ্জাত্তুমনেছা তাবিজের কিতাব

আয়াতটি এই-

بِعِبَرِهِ كَحْبُ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَمْنَوْا أَشَدُ حِبًّا لِلَّهِ

فلنة بنت فلانة على حب فلان بن فلان

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম দুইটির মধ্যে যথাক্রমের স্তৰের নাম ও তাহার নাম মাতার নাম এবং দ্বিতীয় দুইটিতে স্বামীর নাম ও তাহার পিতার নাম লিখিবে বা বলিবে।

অথবা - বিস্মিল্লাহ শরীফ ৭৮৬ বার পাঠ করিয়া পানিতে দশ করিয়া সেই পানি স্তৰীকে পান করাবে।

স্বামী স্তৰীর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য জন্মাইবার তাবিজ

নিম্নোক্ত নকশাটি লিখিয়া উহা ধুইয়া পানি স্বামীকে পান করাবে এবং স্তৰীর বাজুতে বেঁধে দিবে। আল্লাহর রহমতে স্বামী-স্তৰীর মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মাবে।

নকশাটি এই

م	ز	ن	ك
العجل	العجل	العجل	العجل
فلان	بن	فلان	حب
فلنة	بنت	فلانه	على
هـ	يـ	فـ	خـ

فلان- ঘরের স্থলে স্বামীর নাম ও তাহার পিতার নাম এবং ফلان- ঘরের স্থলে স্তৰীর নাম ও তার নাম লিখিবে।

বদমেজাজ স্বামীর রাগ কমাইবার তাবিজ

নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া স্তৰীর চুলে বাঁধিয়া ব্যবহার করিল ঐ স্তৰীর স্বামী তাহার সাথে দুর্যোগের করিবে না।

তাবিজটি এই-

আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

৭০

০	১.	১০	৪
১৭	৩	১২	৭
২	১৩	১	১৪
১১	৮		

হামী স্তীর মধ্যে গভীর প্রেম সৃষ্টি করার এবং উহা অক্ষুণ্ণ রাখার
তাবিজ। এই তাবিজটি লিখিয়া উভয়ে অঙ্গে ধারণ করবে।

তাবিজটি এই-

হামীকে বাধ্য করার তাবিজ যে স্তীর হ্রামী অবাধ, সে বৃহস্পতিবার দিন
রোখা রাখবে। সংক্ষায় ইহতার করিয়া নিম্নোক্ত তাবিজটি অঙ্গে ধারণ
করবে। ইনশা আলাহ হামী তাহার বাধ্য হয়ে যাবে।

তাবিজটি এই-

১.	৪৭	১	৪
১৭	৬	৭১	১১
১.	৮	৩২	৩
৩	২১	৯	৭৭

স্তীকে একান্ত অনুগত করার তাবিজ নিম্নোক্ত তাবিজ ব্যবহার করে
চোখে গাওয়া ঘৃহ লাগিয়ে স্তীর সাথে সাক্ষাত করলে সে স্বামীর জন্য
আস্থারা হয়ে যাবে। তাবিজটি এই-

৭	১১	১	১১
৫	২	৭	১২
৫	৪	৮	৭
২			

আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেছা তাবিজের কিতাব

৭১

বন্ধুত্ব স্থাপনের তাবিজ

কোন ব্যক্তিকে নিজের বন্ধু হিসেবে পাইতে চাহিলে নিম্নের যে কোন
একটি তাবিজ লিখে সারিয়ার তৈলের আগুনে জ্বালাবে। ইন্শা আলাহ
তাহার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপিত হবে।

তাবিজ দুইটি এই-

أحد	الله	هو	قل
بلد	لم	الصلمد	الله
ولم	لد	يو	ولم
أحد	كفوا	له	يكن

ج ১১১ ২৫ ১১৪ ১১০০ ১১ ২১ ৬।

প্রিয় ব্যক্তিকে প্রেমোদ্ধ করবার তাবিজ

নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া সুর্ম মাদুলীতে ভরীয়া ডান হাতে ধারণ
করবে। ইহাতে এই তাবিজধারী ব্যক্তি ছাড়া প্রিয়ার মনে এক পলকের
জন্যও অন্য কারো খেয়াল আসবে না।

তাবিজটি এই-

২			২
১.	৭		
৩			
৮	৮		৭
৪			

তাবিজটি এই স্বামী-স্তীর মধ্যে মহবত সৃষ্টির অন্য একটি তাবিজ
নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া শরবত অথবা পানিতে ধুইয়া এগার দিন পর্যন্ত
স্বামী স্তী উভয়ের পান্থে তাহাদের পাথে ভীর ভালবাসা জনিবে।

তাবিজটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হল-

আদি ও আসল লজ্জাতুমনেছা তাবিজের কিতাব
ঐ তৃতীয় তদবীর

যদি কাহারো স্বামী অবৈধ প্রেমে মন্ত বেশ্যাসক্ত হইয়া নিজ স্ত্রী সহিত
ভাল ব্যবহার না করে, তাহা হলে নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখিয়া স্বামীর ভাল
হাতে বাঁধবে। আল্লাহর ফজলে অবৈধ প্রেম ও বেশ্যাসক্তি দিল হতে উন্মে
যাবে।

তাবিজটি এই-

اللحرر ع مع ۱۱۶ ح اردو

অবৈধ প্রেমে নষ্ট করার তদবীর

কোন লোক অবৈধ ভাবে কাহারো প্রেমে পতিত হলে রবিবার সোবাহে
সাদেকের পূর্বে নিয়মিত আয়াত শরীফ মাটির বরতনে লিখে উহু
রবকের পানি দ্বারা ধুইয়া সেই পানি তিন দিন পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির শরীরে
ছিটিয়ে দিবে

আয়াতটি এই-

وَكَانَ مِنْ نَبِيٍّ قَاتِلٌ مَعَهُ رَبِيعُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهْنَوْلَمَاءٌ
أَصَابُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يَعْسُفُوا وَمَا سَتَكْنَوْا وَاللَّهُ يَحْبِبُ
الصَّادِقِينَ -

বিত্তীয় অধ্যায়

মহবত, প্রণয় ও বিচ্ছেদের তাবিজাত

মহবতের তদবীর

নিম্নলিখিত দোয়া পড়ে মিহরির উপর ঝুক দিয়ে খাওয়ালে ইন্শাআল্লাহ
মহবত বৃদ্ধি হবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ قُلُوبُهُمْ لَوْا نُفَقَّتْ مَا
فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا لَفَتَ بَيْنَ قَلْوَبِهِمْ - وَلِكُنَّ اللَّهُ أَلْفَ بَيْنَهُمْ - إِنَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ .

উচ্চারণ ৪ বিসমিল্লাহির রাহমানিব রাহীম।

হ্যাল্লায়ী আইয়াদাকা বিনাসরিহী ওয়া বিল মু'মিনীনা ওয়া আল্লাফা
বাইনা কুলুবিহিম লাও আনফাক্ত'তা মা ফিল আরদি জামীয়া'ম্ মা
আল্লাফতা বাইনা কুলুবিহিম, ওয়ালা কিন্নাল্লাহা আল্লাফা বাইনাহম, ইন্নাহ
আয়ীযুন্ন হাকীম।

নিজ স্ত্রীর মহবত বাড়বার তদবীর

নিম্নলিখিত তাবিজটি কাগজে লিখে স্ত্রীর গলায় বেঁধে দিবে। আল্লাহর
রহমতে স্ত্রী তার স্বামীকে অত্যাধিক মহবত করবে।

لشديد	الخير	حب	وانه
لشديد	وانه	الخير	الخير
وانه	الخير	حب	لشديد
الخير	لشديد	وانه	حب

আদি ও আসল লজ্জাত্তনেছা তাবিজের কিতাব

স্বামীকে বাধ্য করার তদবীর
চাঁদ রবিবারে আরম্ভ হয়, সে রবিবারে এ তাবিজটি লিখবে। তাবিজে
স্বামীর নাম ও নিজের নাম লিখবে।
তাবিজটি এই—

০	২	৭	৪
৬	৫	৮	৬
০	৩	২	১

স্বীকে বাধ্য করার তদবীর
নিম্নোক্ত দোয়াটি লিখে তাবিজ বানিয়ে নিজের সঙ্গে রাখলে স্তু বাধ্য
থাকবে।
তাবিজটি এই—

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

স্বামী-স্ত্রীর মিলনের তদবীর

অবাধ্য স্ত্রীকে বাধ্য করতে হলে নিম্নলিখিত দোয়াটি একচলিশ বার
পাঠ করে একটি গোল মরিচের উপর দম করবে। অতঃপর উহা আগুনে
নিক্ষেপ করবে এবং বলবে “হে এ সকল হরফের মোয়াক্কেলগণ! অতি
সত্ত্বর উম্বুকের কল্যা উম্বুককে উপস্থিত কর!”

দোয়াটি এই—

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِذَرَكَ جَبَارٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَفُورٌ غَفَارٌ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ كَرِيمٌ سَتَارٌ

উচ্চারণঃ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাহাহ বিয়ারিকা জাবাব। লা ইলাহা
ইল্লাহাহ গাফুরুন গাফুর্ফার। লা ইলাহা ইল্লাহাহ কারীমুন সত্তার।

ঐ দ্বিতীয় তদবীর

স্বামীকে রাজী করতে হলে অথবা স্ত্রীকে বাধ্য করতে হলে নিম্নলিখিত
আয়াত শরীফ সাতবার পাঠ করতঃ একটি স্বাণ যুক্ত ফুলের উপর সাতবার
দম করবে এবং স্বামী বা স্ত্রীকে স্বাণ নিতে দিবে। আল্লাহর বহুমতে স্বামী
রাজী এবং স্ত্রী বাধ্য হবে।

আয়াত শরীফ এই—

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - فَسِيَّكِفُكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

উচ্চারণঃ ইল্লাহাহ আলা কুলি শাইয়িন কান্দীর। ফাসা ইয়াকবীকা
হুম্মাহ ওয়া হ্যাস সামীউল আলাম।

বিবাহ হওয়ার তদবীর

যদি কোন উপর্যুক্ত মেয়ের বিবাহ না হয়। এমন কি কোন স্থান হতে
বিবাহের প্রস্তাৱ না আসে তা হলে এ মেয়ে নিজে প্রত্যাহ ফজরের নামায়ের
পরে ডাইন হাত বাম বাজুর উপর রেখে ৪০ বার পাঠ করবে।

ইন্শাআল্লাহ ৪০ দিনের মধ্যে প্রস্তাৱ আসবে।

মহৱত পয়দা হওয়ার তদবীর

যদি কোন মরে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য বা ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি
হয় তা দূর করতে অথবা দুই শৰীর মধ্যে মহবত প্রতিষ্ঠা করতে কিংবা
প্রিয়কে বাধ্য করতে নিম্নলিখিত আমল করবে। নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ
লিখে পানিতে ধূয়ে পান করবাবে। পান করাতে না পারলে মাত্তুলুর বাক্তি
যে কুবার পানি পান করে ঐ কুবায় লিখিত তাবিজ ফেলে দিবে। আল্লাহর
ফজলে মহবত প্রতিষ্ঠা হবে। তবে খবরদার! শরীয়তের খেলাফ কোন
কাজে এ আমল করলে ফল থারাপ হবে।

আয়াত শরীফ এই—

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىْ قَالَ يَا قَوْمَ اتَّبِعُوا الْمَرْسَلِينَ -

اتبعوا من لا يسئلوكم أجرًا وهم مهندون -

শ্রী অন্য তদবীর
প্রিয় কঠিন সন্দয় বেতো হলে তাকে বাধা করার জন্য নিম্ন শব্দম
দৃষ্টি ব্যবহার করবে। ১নং নকশা লিখে নিজের নিকট রাখবে এবং নকশা
জুগ দেখতে পাবে।

১নং নকশা

১০	১১	১৭	১
২০	৩	১৩	১৩
০	৩১	১৭	১১
১৭	৭	৭	১৭

২নং নকশা

১৭	১২	২৮	১
১১	৪	১৬	২৪
১	৩১	১৮	১২
২	১.	৮	৩.

বশীকরণের তদবীর

কাউকেও বশীভূত করার জন্য তার নামের অক্ষর এবং হরফ নামিয়া
একান্ত করবে। হরফকে নামিয়া রাখবার একটি অক্ষর, পরে উল্লেখিত জন্মের
নিয়াম হল, প্রথমে হরফে নামিয়া রাখবার একটি অক্ষর নিবে। অবশ্য খেয়াল রাখবে,
নামের একটি অক্ষর নিবে। এভাবে একশ টুকরা কাগজের মধ্যে এক
বেন প্রথমে তে শেসে হরফে নামিয়া থাকে। এভাবে একশ টুকরা কাগজের মধ্যে এক
মধ্যে প্রত্যেক টুকরা কাগজে লেখে প্রত্যেক টুকরা কাগজেতে কিছু শিশিরি
টুকরা পাথর রেখে জড়ায়ে রাখবে। এ জড়ানো টুকরাগুলিতে পাঠ করতে থাকবে। যাতে প্রথম
শিশিরে আঙুলের মধ্যে যেনেন সুরা ফাতেহা পাঠ করবে। ধূম শেষ হয়ে
পর্যন্ত ধূম রাখবে, ততক্ষণ প্রয়োজন হাতেহা পাঠ করবে।

তুলো ইয়াক্ত ইম আহরফ সারী পচাসী সাজতি মন ফ্লান লাফা
মুজিবি ও মুদতি ও সংজীব ফ্লান ফি তৈবো মুজি মাতলুন নে উল্লিক্ম।

উচ্চারণঃ—তাত্ত্বাকুল ইয়া হাদামিল আহরাফিল নামিয়াতি বিকাশয়ি
হাজাতী মিন ফুলানিল ওয়ালকামা মুহাবাতী ওয়া মাওয়াদাতী ওয়া
মুহাবাতী ফুলানিল ফি কুলবিহী বিহাতী মা তিলাতয়াজতুহ আগাতকুম
পাঠ করবে।

মেজাজী সামীকে নিজের কজায় করার দোয়া
যে সীর সামী রামী এবং কুচারিত হয়, তাহলে সেই সী ওয় করে
কেবলমুখী হয়ে বসে “ইয়াবাসিতু” তিন শতবার পত্রে পানি
কিংবা খাবার জিনিসের উপর ফু দিয়ে সামীকে খাত্তয়াবে। এরপ তিনিদিন
করলে, ইন্শাআল্লাহ, সামী সীর সঙ্গে অঙ্গ আচরণ করবে না এবং সর্বদা
যাসি থুশিতে দিন কাটাবে।

সামী ও সীকে বশীভূত করার তদবীর

সামীকে রাজী বা সীকে বাধা করতে হলে নিম্নলিখিত আয়াত শীর্ষক
সাত বার পাঠ করতঃ একটি প্রাণযুক্ত ফুলের উপর সাত বার দম করবে

এবং সামী বা সীকে ধোণ নিতে দিবে। আল্লাহর উজ্জ্বল সামী রাজী এবং সী
বাধা হবে।

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ فَسِّرْكِفِكُمْ إِلَهٌ وَّهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

উচ্চারণঃ—হীমাল্লাহ আল্লা কুলু শাহিয়িন বুলীব, ফাহাইয়াকফীব

তৃতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন রোগ থেকে শুভির তদবীর

যদি কারো মাথা বেদনা হয়, তবে সে নিজ মাথা মাঝবুত করে রাখবে। আর আমেল বাক্তি একখানা ধৰালো চাকু নিয়ে তার মাথার ধৰন দেওয়ালের উপরে ১ ব। এই বণ্ডিলি লিখবে। অতঃপর এ চাকুর ঘৰা আলিফকে চেপে ধৰে মানে মানে তিনবার সূরা ফাতহা পাঠ কোটিকে টুকু দিবে। ইনশাআল্লাহ আরাম হবে। খোদা নাখান্তা একবার আরাম না হলে ২য় বার এর উপর উক্ত রূপে আমল করবে। তাতেও না হলে পুন এর উপর আমল করবে। ইনশাআল্লাহ বিষয়ে আরাম হবে।

অথবা— নিম্নলিখিত তাবিজ নিখে মাথায় বাঁধলে, আল্লাহর ফজল মাথা বেদনা ও এ বিষয়ক তাকলীফ দ্র হবে।

১	৩	১৮	১
৭	১৭	১১	২
১৭	৩	৩	ক
১	১৭	১২	১৭

মাথা বেদনার আরেকটি তাবিজ

লরুস	মুজ
যাবড়ু	যাবড়ু

অর্ধ কপালী মাথা ব্যথার তাবিজ

কপালের অর্ধাংশ বেদনা করতে থাকলে বা উহা তীব্রভাবে কামড়াতে সাগলে গীচের তাবিজটি লিখে কপালের উপরিভাগের ছুলের সাহিত এমনভাবে বেঁধে দিবে যেন তাবিজটি বেদনার হিলে গেগে ঝুলতে থাকে।

আদি ও আসল লঙ্ঘাতুণ্ডের তাবিজের কিতাব
১০৫

তাবিজ এই—

দাঁত বা দণ্ডমাড়ি বেদনার তদবীর

নে কোন কারণে বা রোগ বসতঃ দণ্ড এবং মাড়ি বেদনা পুরু হলে একথত কাগজে নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখে কিছু সময়ের জন্য বেদনা যুক্ত স্থানে ধৰে বাথলে মহান আল্লাহর রহমতে বেদনা নিরাময় হবে।

৭৮১

৪-	০০০৭৪	০৬
৪-	০০০০৬	০০
৭৮১	৭৮১	৭৮১

কান ব্যথার তদবীর

কারো কানে ব্যথা হলে লু ই নু হতে সূরা হাশেরের শেষ পর্যন্ত পাঠ করে কানের উপর হাত রেখে কানে দম করবে আর নিম্নের হরফগুলি কাগজে লিখে লঢ়া লোহার পেরাগ দিয়ে এর উপর পিপাটোরে।

চোখের বেদনার তদবীর

কারো চোখে বেদনা হলে দৈনিক সুশৃঙ্খল ও ফরজ নামাযের অধ্যবর্তী সময়ে নিম্নের আয়ত শীর্ষ পনর বার পাঠ করবে এবং চোখে দম করবে। আল্লাহর রহমতে বেদনা ভাল হবে। আয়ত এই—

‘রَبِّنَا إِنَّمَا نُورُنَا وَأَغْرِيَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ’

উচ্চারণঃ— রাবর্বা আতমিম লানা শূরানা ওয়াগফির লানা ইংলাকা আঁলা কুল্পি শাইয়িন কুদীর।

বমীর তদবীর

যদি কারো বমী হয়, তবে চিনা মাটির প্রিতে নিম্নের নকশা লিখে পানি ধৰা ধোত করে উক্ত পানি কোটিকে পান করাবে। আল্লাহর রহমতে বমী হবে। নকশাটি এই—

৭৮৭

৩০.	৩০.	৩১৮
৩৭৭	৩০।	৩০।
৩০।	৩৭৭	৩০।

গলা ব্যথার তদবীর

কানো গলায় ব্যথা হলে নিচের আয়ত কাগজে লিখে মাঝলীতে তা গলায় বেঁধে দিবে । যখন আ঳াহর রহমতে গলার ব্যথা আরোগ্য হবে আয়ত এই-

ফলো ই যাই প্রতি মাত্রক ও অন্তিম হিন্দ তন্দরুন । ফলো ই ক্ষতি নাই-

বাত কানার তদবীর

বাত কানা ব্যক্তির সঙ্গে নিম্নের নকশার তাৰিজ থাকলে বাত কানা রোগ ভাল হয়ে যায় । অথবা সুবা আবাসা সত্ত্বে বার তিলাত্ত্বাত করলেও বাত কানা রোগ ভাল হয়ে যায় । নকশাটি এই-

৭৮৭

১০৮৪	১০৮১	১০৮০	১০৮৭
১০৮৭	১০৮৮	১০৮৩	১০৮৮
১০৮৯	১০৮৮	১০৮০	১০৮৮
১০৮১	১০৮১	১০৮০	১০৮৮

কলিজা বেদনার তদবীর

যারা কলিজা বেদনা করে নিম্নের দোয়াটি কাগজে লিখে তার বেদনা হানে বেঁধে দিবে । আ঳াহর রহমতে বেদনা দূর হয়ে আয়ত এই-

৭৮৮

যার পেটে বেদনা হয়েছে, নিম্নের নকশাটি দুই টুকুরা কাগজে লিখে একটি তাৰ বেদনার স্থানে বেঁধে দিবে এবং দিতোম নকশাটি মাটিৰ মাধ্য দায়ন কৰবাবে । নকশাটি এই-

৭৮৮

১	২	৩	৪
০	১	০	১
০	১	০	১
০	১	০	১

অথবা— নিম্নের নকশাটি দুই টুকুরা কাগজে লিখে একটি রোগীর পেটের উপর ব্যথার স্থানে বাঁধবে এবং অপরটি পানি দিয়া ধূমে রোগীকে পান কৰাবে । আ঳াহর রহমতে ব্যথা দূর হবে । নকশাটি এই-

৭৮৮

১	২	৩	৪
০	১	০	১
০	১	০	১
০	১	০	১

গর্ভবতী মহিলার পেট ব্যথার তদবীর

গর্ভবতী মহিলার পেটে ব্যথা হলে নীচের আয়তটি কাগজে লিখে গর্ভবতীর পেটের উপর বেঁধে দিবে । আ঳াহর রহমতে বেদনা দূর হয়ে আয়ত এই-

আদি ও আসল লজ্জাতুল্লাসে তাৎক্ষণ্যের কিতাব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أعوذ بالله من الشيطان الرحمن - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لزدلت لك ما في يطنى محرا فتقبل مني إني انت السميع العليم

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٌ وَاللَّهُ أَكْرَامٌ

নাতীর ব্যথার অন্য তদবীর
রোগীর কোমরে জন্য নিম্নোক্ত মহশা কাগজে লিখে যাদুলীতে
যাবে। নকশাটি এই-

৭৪

৫০৩	৫০১	৫৮৬	৫৭১	৫৬৭
৫৭৭	৫৮৭	৫৭৮	৫৭৪	৫৮১
৫৭৯	৫৭০	৫৮২	৫৮৩	৫৮৮
৫৭৭	৫৭৪	৫৮৯	৫৭.	১১৭
৫৯.	৫৭১	৫৭৩	৫৭৭	৫৭০

হাতের বেদনার তদবীর

কারো হাতে বেনা হলে, হাতের উপর হাত রেখে নিচের আয়ত পাঠ
করবে। অথবা আয়ত পাঠ করে দম করবে। আঁশহর রহমতে ব্যথা হুঁ
হয়ে যাবে। আয়ত এই-

إِنَّ الدِّينَ يَبْعَدُ عَنْكُمْ إِنَّكُمْ تَبْعَدُ عَنِ الدِّينِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

উচ্চারণ :- ইংল্যান্ডী ইউরোপিনাকা ইংল্যান্ড ইউরোপে উন্নাশ্বাস
ইয়াদুল্লাহি ফাতোকা আইনিক্ষিয়।

আদি ও আসল লজ্জাতুল্লাসে তাৎক্ষণ্যের বিগতাব

নাতীর ব্যথার তদবীর

যদি কারো নাতীতে ব্যথা হয়, তাহলে নিম্নোক্ত দোষা কাগজে লিখে
রোগীর নাতীর উপরে বেঁধে দিবে। আর বিহু মিছি বিহু হ্যাত আবশ্যিক
অনসারীর নামে ফাতেমা দিয়ে উক্ত মিছি বাচাদেবকে ধেতে দিবে।
আঁশহর রহমতে নাতীর ব্যথা উপশম হবে। দোয়াটি এই-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - ظلم جহত তাল্লম صل على

محمد و على إل محمد بعد كل معلوم لك .

গলগতের তদবীর

কারো গলা ঝুলে গেলে ফজলের সময় অ্যুর সাহিত নিম্নলিখিত
তাবিজটি লিখে গলায় দিবে। ইংশাআল্লাহ আরোগ্য লাভ করবে। তাবিজটি
এই-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - মন্ত্র খাল্কাক এবং পুবেক কম ও মন্ত্র

ব্রহ্মক তাৰা কখিচুন - হম উস্তু -

চোখের জ্যোতি বৃক্ষির তদবীর

প্রতেক ওয়াকের নামাযের পরে নিম্নোক্ত দোয়াটি ও বার বা ৫ বার পাঠ
করে হাতের তালু বাঁকা করে চোখে ফুক দিবে অথবা আঙুলের অঞ্চলভাগে
ফুক দিয়ে চোখের উপর মালিশ করবে। হামেশা এ আমল কাময়ে রাখলে
শুভ্র পর্যন্ত চোখের দৃষ্টি চিক থাকবে। দোয়াটি এই-

فَكَشْفَنَا عَنْكَ غُطَّالَكَ فِي سَرَّكَ الْيَوْمِ حَدِيدٍ -

হনীদ।

খুজলি পাঁচড়ার তাবিজ

কেহ খুজলি পাঁচড়ায় আনন্দ হলে নিম্নোক্ত তাবিজটি রবিবার দিন
লিখে এটা ধূমে পানি পান করবে অথবা তাবিজটি গিলে ফেলবে।
ইংশাআল্লাহ জীবনে আর কোন দিন খুজলি পাঁচড়ায় আনন্দ হবে না।

২	১৩	১২	৮
১১	৮	১	১৪
০	১.	১০	৩
১২	৩.	১	৯

বিধিক ও মান-সম্মান বৃক্ষের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি গোজার মাসের পূর্ণিমার বাত্রিতে চাঁদের আলোর
বাসে নিম্নোক্ত নকশাটি রূপার পাতে খুদে শরীরে ব্যবহার করে, তা
আলোহর রহমতে দুর্বিশ্বাসে তার বিধিক ও মান-সম্মান বৃক্ষ হবে। নকশা
এই-

১৪৭৮	১০.১	১০.০	১২৯১
১০.৪	১৪৭৩	১৪৭৭	১০.১
১৪৭৩	১০.৭	১৪৭৯	১০.৩
১০..	১৪৭০	১৪৭২	১০.৭

রংজী বৃক্ষ ও উদ্দেশ্য লাভের তদবীর

দৈনিক একবার করে সাত দিন পর্বতে সূরায়ে নমল পাঠ করলে,
আলোহর রহমতে উদ্দেশ্য সফল ও বিধিক বৰ্ধিত হবে। আর হারিগে
চামড়ার পাতলা আবরণে সর্ব প্রকার সাপ ও বিছুর দংশন হতে রক্ষ
পাবে। নকশাটি এই-

১১৩১০০	১১৩১০.	১১০৭০৭
১১৩১০৭	১১৩১০৬	১১৩১০৩
১১৩১০১	১১৩১০৮	১১৩১০২

রংজী বৃক্ষের জন্য সূরা সাম্বৰ্ধাতের নকশা

সূরায়ে সাম্বৰ্ধাতের নকশা লিখে মানুষীভাবে তরে শরীরে ব্যবহার করলে
আলোহর রহমতে রংজী বৃক্ষ ও সংসারে উন্নতি হবে। নকশাটি এই-

৭৮৩

৬৬১৮৮	৬৬১৯১	৬৬১৯৪	৬৬১৮১
৬৬১৮২	৬৬১৮২	৬৬১৮৮	৬৬১৯২
৬৬১৮৩	৬৬১৯২	৬৬১৯৯	৬৬১৮৬
৬৬১৯.	৬৬১৮০	৬৬১৮৪	৬৬১৯০

খণ্ড আদায় ও উদ্দেশ্য হাসিলের তদবীর

যদি কোন ব্যক্তি একচন্দ্রি বার সূরায়ে “শূলক” পাঠ করে, তাৰ খণ্ড
আদায়ের সু-ব্যবহৃত হয়ে থাবে এবং যে কোন নেক মাকসুদ পূরা হবে। আৰ
এ সূরার নিম্নোক্ত নকশা লিখে মানুষীভাবে সম্পূর্ণ ধূরণ কৰলে যে কোন
নৃতন কাৰ্যে সফলতা লাভ কৰবে। নকশাটি এই-

৭৮৪

৩৩১৭৭	৩৩১৭৬	৩৩১১.
৩৩২.	৩৩১৭৮	৩৩১৭১
৩৩১৭০	৩৩২.১	৩৩১৭৭

আদি ও আসল লজ্জাতুণ্ডনেছা তাবিজের কিতাব

গায়েবী মদদে রংজী বৃক্ষির তদবীর

যদি কোন বাজি নিমোক নকশাটি লিখে কপার মাদুলীতে ভজে
ধৰল করে, তবে আল্লাহর রহমতে তার জন্য গায়েবী মদদে বিনিক
পৌছবে। নকশাটি এই-

৩	১	১
২	০	৭
৭	১	১

শুণ পরিশোধ হওয়ার জন্য তদবীর

যদি কোন বাজি শুণত্ব হয়ে নিমোক সূরার “ওয়াল আদিয়াতে
নকশা একটি করে সকাল বেলা লিখে সাত দিন পর্যন্ত আটার তিতের
ভলি বানায়ে নদীতে নিষ্কেপ করে, তবে আল্লাহর রহমতে তা
পরিশোধ হওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নকশাটি এই-

৭৮১

৩৩৩৭	৩৩২১	৩৩২০	৩৩৩১
৩৩২৩	৩৩৩৩	৩৩৩৭	৩৩৩১
৩৩২৩	৩৩২৭	৩৩২৯	৩৩৩১
৩৩২০	৩৩২০	৩৩২০	৩৩২০

অভাব অন্টন দূরীকরণের তদবীর				
যদি কোন অভাব বাজি নিমোক নকশাটি কাগজে লিখে মাদুলীতে ভৱে সঙ্গে রাখে তবে আল্লাহর রহমতে তার অভাব দূর হয়ে যাবে। নকশাটি এই-	১০১১৭	১০১২	১০১৩	১০১১
	১০১১	১০১১	১০১১১	১০১১
	১০১১৩	১০১১৪	১০১৬	১০১২

শুণ হতে শুক্ত হওয়ার অন্য তদবীর

যদি কোন বাজি শুণত্ব হয়ে তিনশত শাটি বার সূরায়ে “তাকাতুর”
পাঠ করে এবং নিমোক নকশা মাদুলীতে ভজে শরীরে ব্যবহার করে, তবে
আল্লাহর রহমতে তার শুণ আদায় হওয়ার ব্যবস্থা সহজে হয়ে যাবে।
নকশাটি এই-

১০১১৭	১০১২	১০১৩	১০১১
১০১১	১০১১	১০১১১	১০১১
১০১১৩	১০১১৪	১০১৬	১০১২

আদি ও আসল লজ্জাতুণ্ডনেছা তাবিজের কিতাব

৭৮১

১৭

আদি ও আসল লজ্জাতুণ্ডনেছা তাবিজের কিতাব

যদি কোন বাজি নিমোক নকশাটি লিখে কপার মাদুলীতে ভজে
ধৰল করে, তবে আল্লাহর রহমতে তার জন্য গায়েবী মদদে বিনিক
পৌছবে। নকশাটি এই-

শুণ পরিশোধ হওয়ার জন্য তদবীর

যদি কোন বাজি শুণত্ব হয়ে নিমোক সূরার “ওয়াল আদিয়াতে
নকশা একটি করে সকাল বেলা লিখে সাত দিন পর্যন্ত আটার তিতের
ভলি বানায়ে নদীতে নিষ্কেপ করে, তবে আল্লাহর রহমতে তা
পরিশোধ হওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নকশাটি এই-

শুণ হতে শুক্ত হওয়ার অন্য তদবীর

যদি কোন বাজি শুণত্ব হয়ে তিনশত শাটি বার সূরায়ে “তাকাতুর”
পাঠ করে এবং নিমোক নকশা মাদুলীতে ভজে শরীরে ব্যবহার করে, তবে
আল্লাহর রহমতে তার শুণ আদায় হওয়ার ব্যবস্থা সহজে হয়ে যাবে।
নকশাটি এই-

অভাব দূর ও ঝুঁজী বৃক্ষির তদবীর

যদি কোন বাজি সূরায়ে “ওয়াকিয়াহ” একচল্লিশ বার পাঠ করে তা
তার অভাব দূর হয়ে যাবে এবং রংজী বৃক্ষি হবে। আর সকালে ও বিকাশ
একবার করে এটা পাঠ করলে তার যে কোন সৎ উদ্দেশ্য সম্ফল হবে। আ
প্রত্যাহ বাজে একবার করে পাঠ করলে যাবতীয় অভাব দূর হয়ে যাবে।
সুরার নিমোক নকশা কাগজে লিখে মাদুলীতে ভজে সঙ্গে ধারণ করলে
আল্লাহর রহমতে তার অভাব দূর হয়ে যাবে। নকশাটি এই-

আদি ও আসল লজ্জাতুন্মেছা তাবিজের কিতাব

দোকানে বিক্রয় বেশী হওয়ার তদবীর

বাদি করো দোকানে বিক্রয় কর হয় তবে সে বাকি নিম্নোক্ত নথ্যে
কাগজে লিখে সোবানের দরজার উপর লাটকায়ে রাখলে, আ঳াই তা যাবে।
বহমতে গয়েরী আহক এসে তার দোকান হতে মালামাল বরিদ করলে
আর তার লাঙের পারিমাণ বর্ধিত হবে। নকশাটি এই—

৭৮১

৮.	৭৩	১	৭৩
৮০	৭৪	১	৮৪
৮০	৮৮	১	৮৮
৮২	৭৭	১	৮৭

ধন-দোলত বৃক্ষির তদবীর

বাদি কোন বাকি নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে মাদুলীতে তরে সঙ্গে রাখে,
তবে আ঳াইর বহমতে সে বাকি প্রচৰ ধন-দোলতের মালিক হবে,
নকশাটি এই—

৭৮১

৮৬	৮.	৮৩	১১
৮২	৭.	৭০	৮১
৮১	৮০	৭৮	৭২
৭৭	৭৩	৭২	৮

ধনী হবার তদবীর

হরিশের পাতলা চামড়ায় লিখে আংটির নিতে রাখলে দর্শন
ধনী হবে। যে বাকি ভজ সংখ্যক বার আয়াত মালত মালত
পড়বে, আ঳াই পাক তাকে হালাজ ঝুঁজী দান করবেন। রাজা বানশাহ
গড়লে তার রাজা সীমা বর্ধিত হবে। এ সুরার তাবীজ সঙ্গে রাখলে কথনও
অভিযন্ত হবে ন।

৭৮১

১১৭০৩	১১৭৪৮	১১৭০০
১১৭০৪	১১৭০২	১১৭০
১১৭০৭	১১৭০৭	১১৭০১

খণ পরিশোধের তদবীর

খণ খুক্ত হওয়ার তদবীর
যদি কোন বাকি সুরায়ে তাহীম একশত বার পাঠ করে কিংবা উক-

সুরার নিম্নোক্ত নকশা লিখে মাদুলীতে তরে শরীরে ব্যবহার করে, তবে তার
শরীর আদায় হয়ে যাবে। নকশাটি এই—

১১৩০.৭	১১৩১১	১১৩১২	১১৩০
১১৩১৬	১১৩০১	১১৩০৭	১১৩১২
১১৩০১	১১৩০৩	১১৩০৯	১১৩০০
১১৩১	১১৩০২	১১৩০৮	১১৩০

৭৮১

চূক্ষ শিখের গোয় লটকিয়ে দিলে যে কোন রোগ হতে শিখ
থাকবে ।

وَاتْرُلُ الْفُرْقَانَ إِلَمَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
প্রَه

চোখের ব্যথার তদবীর
চোখের ব্যথা এবং ধন-সম্পদ লাভের জন্য পাশের নকশা লিখে

রাখবে ।
৭৮৭
৭১৪০৭ ৭১৪০৮ ৭১৪০৯ ৭১৪০৯
৭১৪০৯ ৭১৪০৩ ৭১৪০৮ ৭১৪০৯
৭১৪০৯ ৭১৪০০ ৭১৪০১ ৭১৪০৯
৭১৪০৮ ৭১৪০০ ৭১৪০১ ৭১৪০৯

জীবনের পানি পড়া

জিনাত রোগী বেহশ হলে আলহামদু শরীফ, আয়াতুল কুরিচি এবং স্বারায় জীবনের প্রথম পাঁচ আয়াত পত্তে পানির উপর ফুক দিয়ে এ পানি রোগীর চক্ষে মুখে ছিটিয়ে দিলে আল্লাহর ফজলে রোগীর হৃশ হবে । যে বাড়িতে জিন-ভূতের উপদ্রব হয় এ প্রকার পানি পত্তে সে বাড়ির চতুর্পার্শে ছিটিয়ে দিবে । আল্লাহর মার্জিতে জিন-ভূতের উপদ্রব দ্র হবে ।

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيْنَا أَنْ نَسْتَعِنَ بِنَبْرِينِ الْجَنِ فَقَالُوا إِنْ سَمِعْنَا قَرَأْنَا عَجَباً
يَهْدِي إِلَى الرَّشِيدِ فَأَمَّا يَهْدِي وَإِنْ شَرِكَ بِهِ كَمَانْ يَهْدِي
سَفِينَاهَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَهَا وَإِنَّا لَنْ تَقُولَ إِلَّا سَوْسَ وَإِلَّا عَلَى اللَّهِ
كَذَّابَاً ।

উক্তারণ :- কুল উইহিয়া ইলাইয়া আগ্নাত তামামা নাফকাম্য মিগল জিনি ফাকালু ঈয়া হামিয়না কুরতানান আজাবাই ইয়াহাদি ইলার রঞ্জনি ফা আমানা বিহি আলান বুশিকা বিরাবিনা আহাদা, ওয়াআনাত তাআলা জাঞ্জুবিনা মুতাখাজা ছাহিবাতাত ওয়ালা ওয়ালাদা, ওয়া আগ্নাত কানা ইয়াহুলু ছাফিঙ্গনা আলাশ্বাহি শাতাতা, ওয়া আনা জানামা আললাল ইন্দু ওয়াল জিন আলাশ্বাহি কাজিবা ।

স্বরণ শক্তি বৃক্ষের তদবীর

পাঁচ আবাস্ত করবার পূর্বে নিম্নের নকশাটি খুর মনযোগ ও মহসতের সহিত দেখবে । আল্লাহর মার্জিতে যা পত্তবে মনে থাকবে । নকশাটি এই-

উক্তারণ :- কুল উইহিয়া ইলাইয়া আগ্নাত তামামা নাফকাম্য মিগল জিনি ফাকালু ঈয়া হামিয়না কুরতানান আজাবাই ইয়াহাদি ইলার রঞ্জনি

আগ্নাত বিহি আলান বুশিকা বিরাবিনা আহাদা, ওয়াআনাত তাআলা জানামা বিহি আলাশ্বাহি শাতাতা, ওয়া আগ্নাত কানা জানামা আললাল ইয়াহুলু ছাফিঙ্গনা আলাশ্বাহি শাতাতা, ওয়া আনা জানামা আললাল তাকুলাল ইন্দু ওয়াল জিন আলাশ্বাহি কাজিবা ।

জীনাতেস্তের পানি পড়া

জিনাত রোগী বেহশ হলে আলহামদু শরীফ, আয়াতুল কুরিচি এবং স্বারায় জীবনের প্রথম পাঁচ আয়াত পত্তে পানির উপর ফুক দিয়ে এ পানি রোগীর চক্ষে মুখে ছিটিয়ে দিলে আল্লাহর ফজলে রোগীর হৃশ হবে । যে বাড়িতে জিন-ভূতের উপদ্রব হয় এ প্রকার পানি পত্তে সে বাড়ির চতুর্পার্শে ছিটিয়ে দিবে । আল্লাহর মার্জিতে জিন-ভূতের উপদ্রব দ্র হবে ।

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيْنَا أَنْ نَسْتَعِنَ بِنَبْرِينِ الْجَنِ فَقَالُوا إِنْ سَمِعْنَا قَرَأْنَا عَجَباً
يَهْدِي إِلَى الرَّشِيدِ فَأَمَّا يَهْدِي وَإِنْ شَرِكَ بِهِ كَمَانْ يَهْدِي
سَفِينَاهَا عَلَى اللَّهِ شَطَطَهَا وَإِنَّا لَنْ تَقُولَ إِلَّা سَوْسَ وَإِلَّা عَلَى اللَّهِ

بِاللهِ	بِاللهِ	بِاللهِ	بِاللهِ
يَامحمد	يَامحمد	يَامحمد	يَامحمد
يَاعلى رض	يَاعتمان رض	يَاعمر رض	يَابابر رض
كَبَا			

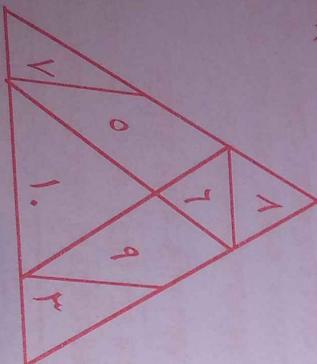
কেহ খুজলি পঁচড়ায় আজনত হলে নিম্নজি তাবিজটি রবিবার
লিখে এটা খুয়ে পানি পান করবে অথবা তাবিজটি পিলে ফেলে
ইঞ্জাই জীবনে আর ফেন নিন খুজলি পঁচড়ায় আজনত হবে না।
ইঞ্জাই আজনত জীবনে আর ফেন নিন খুজলি পঁচড়ায় আজনত হবে না।
তাবিজ এই—

৭৮১

الله	ب	৮৩	০
ف	م	৭	৮
الا	م	৩	১১
كين	ل	১	১
০	৩	৩৮	৩
৩	১৩	০৩৭	৩৮
০	৩	৩২	০১

কলেরা মহামারীর তদবীর

কেন গায়ে কলেরা দেখা দিলে, নিম্নোক্ত নকশা কাগজে লিখে থাকে
দরজার উপরে লাঠিকারে দিবে। আংশাহর রহমতে মহামারী হইতে রক্ষ
পাবে। আয়ত এই—



আদি ও আসল লঙ্ঘাতুণ্ডেছ তাবিজের কিতাব

১০৫

উকারণ ০— সুয়িনা লিঙ্গাসি হৰুশ শাহ তেজাতি মিগান নিম্নজি তেজাতি
বাচীনা তেজাল বাচানাতীরিন শুকানতু বাচাতি মিগান নিম্নজি তেজাতি
ওয়াল খাইশল মুসাহেমাতি তেজাল আগ্নামি তেজাল ফিলাতি
মাতাটল হাইতেজাতাদ দুলহিয়া তেজাহ ইঞ্জদাহ ইসমুল মাতাব—

পুরুষস্তুর্মীন বা মর্দনী শাঙ্কির তদবীর

কেন পুরুষের পুরুষত্ব শাঙ্কি কমে বা বাহিত হয়ে গেল নিম্নোক্ত নকশা
কাগজে লিখে মাদুলীতে তারে কোমরে ব্যবহার করবে। আংশাহর রহমতে
মর্দনী শাঙ্কি হিসেবে পাবে। নকশাটি এই—

৭৮২

و	ن	ن	ه
م	د	د	ص
س	و	ي	ع
ر	ن	ه	غ

বধ্যা শ্রীলোকের সভান হওয়ার তদবীর

নিম্নোক্ত তাবিজটি হাঁরিগের পাতলা চামড়ায় গোলাব ও জাফরান দ্বা
লিখে শ্রীলোকের গলায় বাঁধবে। আয়তটি এই—

ধৰ্জতৎস ও প্রমেহ রোগের তদবীর

প্রত্যেক গোসলের পর কিছু পানি নিয়ে নিম্নোক্ত আয়ত শরীফ তিগবার
পার্শ করতঃ দ্বি পানিতে ফুক দিয়ে এটা পান করবে। আংশাহর রহমতে এ
সমস্ত রোগ ভাল হয়ে যাবে। আয়তটি এই—

১১-১১১

৩১১

১১১	১১১	১১১
-----	-----	-----

۲۰۶

আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেতা তাবিজের কিতাব

অথবা ০- ৪০টি লবণ নিয়ে প্রতেকটির উপর নিম্ন আয়ত সাতটি গড়ে স্থান দিবে। শ্রীলোকটির হায়েজ বন্ধ হওয়ার পর হতে বাণিজে সাতটি সময় তার উহার এক একটি খাবে। কিন্তু লবণ খাওয়ার পার পাচি করবে না। এরপ ৪০ খাদি খাবে এবং উক্ত রাবিসমূহে বাণী করবে। আয়তটি এই-

أو كظمات في بحر يحيى يعشاد موج من قرقفه
ياب - ظلمات بعضها فوق بعض . إذا أخرج يده لم يكن يرى لها ومن
يجعل الله نورا فماله من نور .

শ্যামুদ্র বধের তদবীর

নিম্নলিখিত তাবিজ লিখে আতর মোখ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করালে বিদ্যানায় পেশা করার রোগ আল্লাহর ফজলে আরোগ্য হয়। তামলটি পরীক্ষিত নকশাটি এই-

৩১০০	৩১০.	৩১০৭
৩১০৬	৩১০৪	৩১০২
৩১০১	৩১০৮	৩১০৩

হামল নষ্ট না হওয়ার তদবীর

নিম্নলিখিত তাবিজটি লিখে গর্ভবতীর নাভির নীচে বাঁধবে। আল্লাহ ফজলে হামল নষ্ট হবে না। তাবিজ এই-

৭১৮

مَطْبِيل

بل تندف بالحق على الباطل قيل معده فإذا هوزا حق



وقد منا إلى ما عمل فجعلنه هباءً منثورا

مَطْبِيل

আদি ও আসল লজ্জাতুন্নেতা তাবিজের কিতাব

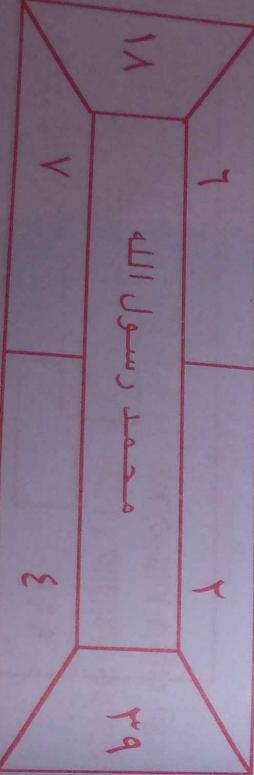
২০৭

অভাব দূর হওয়ার তদবীর

যদি কোন বাতি শোবার দিন জুম্বার নামায়ের পরে নিম্নাত নকশা তিনটি কাগজে লিখে ঘরের দরজার উপরে লাঠকামে বাথ, তবে সে যাই কারও মুখাপেশ্চি হবে না এবং তার অভাব দূর হয়ে যাবে। নকশাটি এই-

أو كظمات في بحر يحيى يعشاد موج من قرقفه
ياب - ظلمات بعضها فوق بعض . إذا أخرج يده لم يكن يرى لها ومن
يجعل الله نورا فماله من نور .

أو كظمات في بحر يحيى يعشاد موج من قرقفه
ياب - ظلمات بعضها فوق بعض . إذا أخرج يده لم يكن يرى لها ومن
يجعل الله نورا فماله من نور .



قال موس بن جثيم به السراج الله سبيطله ان الله لا يصلح عمل
المفسدين قل جاء الق ورهق الباطل ان الباطل کن زهقا -

আদি

ও আসল লজ্জাতন্ত্রে তাৰিখের কিতাৰ

১। আমল ও ফজীলত ০-

নিন পৰ্যন্ত ২১ বার কৰে সুযোগের সময় আকাশের পছন্দকাৰী কৱে, আল্লাহৰ বহুমতে অজি দিনেৰ মাধ্যেই পাঠকাৰী দিকে গুৰু মৌৰূজি ভোগ কৰিবে - [পৰীক্ষা]-

২। যদি কোন বাজিৰ চাহুটে হানি পড়ে, তাহলে এই এসেম মুশৰী গুৰু সম্পদে পুৰুষ বৰুৱা কৰিবে। এভাৰে ৭ দিন পৰ্যন্ত আমল কৰিবে। ইনশাল্লাহ তোখৰ পুনৰোগ দূৰ হবে।

আমল ও ফজীলত ০-

১। এই পৰিবে এসেমে মোৰাবক যে বাজি সকল সকায় পাট কৰে দাহলে দুষ্ট লোকৰো পাঠকৰে কৰতে পারিবেন।

২। এই পৰিবে এসেম মোৰাবক যদি কোন প্ৰবাসী বাজি অজিক্ষাৰ পাঠ কৰে, তাহলে ইনশাল্লাহ শীঘ্ৰই সুজনদেৰ সাথে মিলিত হবে।

আমল ও ফজীলত ০-

১। এই পৰিবে এসেমে মোৰাবক যে বাজি সকল সকায় পাট কৰতে পারিবেন।

২। এই পৰিবে এসেম মোৰাবক যদি কোন প্ৰবাসী বাজি অজিক্ষাৰ পাঠ কৰে, তাহলে ইনশাল্লাহ শীঘ্ৰই সুজনদেৰ সাথে মিলিত হবে।

আমল ও ফজীলত ০-

১। অপুঁএক বাজি শামী-কুটীতে মিলে আমাজ বোধাৰ পায়ৰশ হয়, যদি অল্লাহৰ বহুমতে তাদেৱ ধৰে পৃথে সঙ্গত আল্লাহ দান কৰেন। তাতে গুৰু সঙ্গত জন্ম নিলে প্ৰতি মাসে একজন পৰাহেয়গাৰ লোককে এক বেলা থাঙ্গোতে হবে।

আদি ও আসল লজ্জাতন্ত্রে তাৰিখের কিতাৰ

১। আমল ও ফজীলত ০-

আমল ও ফজীলত ০-

১। এসেম মোৰাবক ৪১ বার পাঠ কৰে কোন খাদ দ্রব্যেৰ উপৰ এই পুলিমে দে খাদ সামী স্বীতে খাইলে উত্তৰেৰ প্ৰগত ভালবাসা জন্ম নেয়।

আমল ও ফজীলত ০-

১। যদি কোন হেলে মেয়ে অতিৰিক্ত কাঞ্চাৰাটি কৰে তাহলে এই পুলিমে দে খাদ মোৰাবক পানি শূন্য পেয়ালায় ৭ বার পাঠ কৰে দাহলে এই পুলিমে দে খাদ তা উল্লেখিত হেলেমেয়েকে পান কৰাবে। এ আমল ৭ দিন একীধৰ্মে চালু রাখবে। ইনশাল্লাহ সুজন কাঞ্চাৰাটি ছেড়ে থাসি পুনৰোগ দূৰ হবে।

আমল ও ফজীলত ০-

১। যদি কোন বোধাৰ বাজিৰ রেয়া পূৰ্ণ কৰতে কষ্টানুভৰ হয়, তাহলে সে বাজি একটি সুবাসিত ফুল নিয়ে দ্ৰুলৈৰ উপৰ এই এসেম মোৰাবক ৭ বার পাঠ কৰে দাহলে এই ফুলটিৰ প্ৰাণ নিতে থাকে, ইনশাল্লাহ বোধাৰ কষ্টানুভৰ দূৰ হবে।

আমল ও ফজীলত ০-

১। সাবান যেন দেহ ও কাপড়েৰ ময়লা দূৰ কৰে দেয় ঠিক তেমনি এই হাদয় আৱণার মতো পৰিক্ষাৰ হয়ে যায়। এবং তাতে খোদাই জ্বানেৰ প্ৰয়োগ সবাৰ চেয়ে বেশী হায়াতেৰ মালিক হবে।

আমল ও ফজীলত ০-

১। অপুঁএক বাজি শামী-কুটীতে মিলে আমাজ বোধাৰ পায়ৰশ হয়, যদি অল্লাহৰ বহুমতে তাদেৱ ধৰে পৃথে সঙ্গত আল্লাহ দান কৰেন। তাতে গুৰু সঙ্গত জন্ম নিলে প্ৰতি মাসে একজন পাঠকে কৰ ইনশাল্লাহ তাৰা নামাজী হয়ে উঠবে এবং পিতা-মাতাৰ বাধ্য সঙ্গতে পৰিণত হবে।

আদি ও আসল লজ্জাতুণ্ডেশা তাবিজের কিতাব
াফোঁস অমৃত এবং হাতে ইবাদ -

নিম্নলিখিত তাবিজ সঙ্গে রাখলে মোকদ্দমা হতে খালাস পাবে।
অবিজ্ঞতি এই-

উক্তারণ : উক্তবিবর্দ্ধ আখ্যী ইলাল্লাহ, ইগ্নাল্লাহ বাহীরম বিল ইবাদ
চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতহার পর ১০০ বার পড়বে-

حُسْنَةُ الْلَّهِ وَنِعْمَةُ الرَّبِّ الْوَكِيلِ -

لাহুল و لاقفه لا بالله العالى العظيم - بسم الله الملك الحق المبين -

لابد النذليل إلى رب المخليل - رب انى مسنى الضر وانت ارحم

رَبِّيْ مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ -

ন্যায্য মামলার জয় লাভের তদবীর

নিম্নোক্ত দোয়া মৌলিক ১১ শতাব্দীর পাঠ করবে । একাপ একাপ ১২ দিন পাঠ

করলে আল্লাহর রহমাতে মামলায় জয়লাভ করবে । দোয়াটি এই-

يَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

উক্তারণ : ইয়া বাদীউল আ'জা ইবি বিল খাহিরি ইয়া বাদীউ

মাকসুদ পূর্ণ হবার তদবীর

যদি কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তা হলে নিম্নলিখিত নিয়মে চার রাকাত কাজায়ে হজারে নিয়তে পড়বে । নিয়ম এই-

শ্রথম রাকাতে সূরা ফাতহার পরে ১০০ বার পড়বে ।

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سَبِّحَنَكَ إِنِّي كَنْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ -

উক্তারণ : লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ঈর্ষি কুণ্ড মিনায মোয়াল্লীন ।

দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতহার পর ১০০ বার পড়বে-

১.৪২১১৮ ১.৪৩৩২ ১.৪৩৩০ ১.৪৩১১

১.৪২৩২৪ ১.৪৩৩১২ ১.৪৩৩১৭ ১.৪৩৩২৩

১.৪২৩১৩ ১.৪৩৩২৭ ১.৪৩৩৩ ১.৪৩১৬

১.৪২৩৩১ ১.৪৩৩১৫ ১.৪৩৩১৪ ১.৪৩১৭

তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতহার পর ১০০ বার পড়বে-

১.৪২৩৩১ ১.৪৩৩১০ ১.৪৩৩১৪ ১.৪৩১৭

বাহিমীন ।

চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতহার পর ১০০ বার পড়বে-

মাত্রাদাহন লাভ ওয়া সাল্লাহ আ'লা মুহাম্মদিত ওয়া আ'লা আলিহি
ওয়া সাল্লিম।

৪। অথবা উল্লেখিত আয়াত, ৩৩ আয়াত ও আয়াতে শেকার তীব্র
লিখে গলায় বাঁধবে -

৫। তেজিশ আয়াত পাঠ করে মৈলিক অস্ততঃ ম'বার রোগীক
করবে।

উপরোক্ত সবগুলো নিয়ম একই রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

কবর আয়াব হতে মুক্তির আমল

হাদীস শরীকে আছে, প্রতাহ একবার
কবরে কবর আয়াব হতে মুক্তি পাওয়া যায়।

কঠিন নেক বাসনা পূরণের আমল

১। কঠিন কোন বাসনা পূরণ করতে চাইলে হালাল খাদের মাধ্যমে
চাংসের ১১ ও ১২ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে ইংশার নামায পর ২ বাকাতে
করে ১২ রাকাতে নফল নামায পড়বে। প্রতি বাকাতে সূরা ফাতেহার পর
১২ বার সূরা ইখলাস পড়বে। নামায শেষে ১০০ বার দুর্দণ্ড শরীক পড়ে
তাঁর উভিলায় আশ্লাহর নিকট দোয়া করবে।

২। অথবা একাধারে তিন জুমা পর্যন্ত প্রতি জুমা নামাযের পর ১০০
নিজের বাসনা পূরণের জন্য দোয়া করবে।

৩। বিয়ে-শুলী, ব্যবসা-বাণিজে উন্নতি, মোগ-শোক দূরীকরণ, মামলা
একদ্বয়ের জয়লাভ, পরীক্ষায় কৃতকৰ্ত্তা ইত্যাদি যে কোন নেক বাসনা
পূরণে নিম্ন নিয়মে দুরাতান খতম অতি ফলদায়ক বলে অনেকেই মত
প্রকাশ করেছেন।

এতিদিন এক শাঙ্গিল করে পুঁতুবাৰ তেলাত্তেয়াত আৰষ্ট কৰবে এবং
বৃহস্পতিবার শেষ কৰবে। খতম হলে উদ্দেশ্য ব্যক্ত কৰে দোয়া কৰবে।

৪। অথবা বৃহস্পতিবার ইশা নামায আদায় কৰে সাইয়েদুল
ইস্তেগফার লিখে হাতের বাজুতে ধারণ কৰবে এবং ফজৰ ও ইশা নামাযের
পরবে।

গুর নিম্নের দোয়া নিয়মিত পাঠ কৰবে।

أَنَا عَلَىٰ عَهْدِ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعْوَذُكَ مِنْ شَرٍّ مَا
صَنَعْتَ بِأَبْوَكَ بِنْمَعْتَكَ عَلَىٰ وَابْنِي بِدَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَالْهَدِ

لَا يُغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ ৯ আল্লাহমা আলতা রাখি লা ইলাহা ইল্লা আলতা
খালকতনী ওয়া আনা আবদুক ওয়া আনা আ'লা আহদিক ওয়া ওয়া'দিক
মাসতাত্ত্বাত্তা আউয়াবিকামিন শারারি মা সাগ'তা আবুত্তোকা বিনি'মাতিকা
গালাইয়া ওয়া আবুত্ত বিয়ানবি ফাগফিরলী, ফাইশাহ লা ইয়াগফিরুয় মুন্বা
ইল্লা আলতা।

কুরআন হেফজের আমল

সূরা মুলাসিম (পারা ২৯) পাঠে কুরআন শরীফ হেফজের দোয়া
পড়লে ইংশা আশ্লাহ সহজে হেফজ হয়ে যায়।

খোদাভীতি লাভের আমল

খোদাভীতি ও নগ্নতা অর্জনের জন্য সূরা কিয়ামাহ (পারা ২৯) পাঠ
কৰে পানিতে দম কৰে তা পান কৰবে। এভাবে আমল কৰতে থাকলে
উপরোক্ত কাজে ভাল ফল পাওয়া যায়।

গোপন বিয়য় জানার আমল

অর সে প্রথমে গোসল কৰে ৪০ দিন একাধারে রোয়া রাখবে,
যালাল খাল ধারা ইঁফতার কৰবে এবং শোয়ার সময় নিম্নের আয়াতগুলো ৭
বার কৰে পড়বে। পরে দুর্দণ্ড শরীক পাঠ কৰে দোয়া কৰবে। ইংশা আশ্লাহ
৪০ দিন পুরা হতেই বাধে কিংবা জাগ্রত অবস্থায় গুপ্ত বিদ্যা লাভ কৰবাটে
পরবে।

১। আল্লাহ তাআলা পাপীকে ধূনা কৰেন আৰ বৃক্ষ পাপীকে আল্লাহ ধূনা কৰেন ।

২। আল্লাহ তাআলা কৃপণকে ধূনা কৰেন এবং সম্পদশালী কৃপণকে আল্লা অধিক পরিমাণে ধূনা কৰেন ।

৩। আল্লাহ তাআলা অহংকাৰীকে আপছন্দ কৰেন । আহংকাৰীকে আল্লা বেশী অপছন্দ কৰেন ।

তিনি ব্যক্তি শাস্তিৰ ঘোষণা

বাসুল্লাহ [সং] বলেছেন, তিনি প্রকারেৰ লোকদেৱ সাথে আল্লাহ বৰং তাকে কষ্টদায়ক শাস্তি প্ৰদান কৰিবেন । তাৰা হচ্ছে- ১। বৃক্ষ মি঳ কাৰী । ২। মিথ্যাবাদী বাদশাহ । ৩। অহংকাৰী কৰ্তৃৰ ।

অতিথি সেবকেৰ তিনি কথা এবং অতিথিৰ তিনি কথা

এক সম্ভাবী ব্যক্তি বলেছেন- মেহমান এবং মোজবন উভয়েৰ তিনি কাজ জৰুৰী ।

মোজবানেৰ তিনি কথা হল :- ১। নিজেৰ পদবৰ্যাদাৰ অতিৰিক্ত আচাৰাগুৰূপন না কৰা । ২। বৈধ সম্পদ ধাৰা মেহমানেৰ সৰ্বৰ্ধনা কৰা । ৩। নামায়েৰ সময়সমূহেৰ প্ৰতি নিজেও খেয়াল রাখিবে এবং মেহমানকে জানিয়ে দিবে ।

মেহমানেৰ তিনি কথা হল :- ১। মোজবান মেহমানকে মেখান বাবে সেখানেই বসে যাবে । ২। উপস্থিত ধাদ্বেৰ প্ৰতি সন্তুষ্টি থাকিবে ।

৩। বিদায় গ্ৰহণেৰ পূৰ্বে মোজবানেৰ জন্য অবশ্যই দোয়া কৰিবে । যাতে মোজবানেৰ অনুগ্রহেৰ কৃতজ্ঞতা আদায় হয়ে যায় ।

তিনটি উত্তম আমল

হয়ৰত আৰ সাইদ খুদৰী [ৱাঃ] বাসুল্লাহ [সং] এৰ নিৰ্দেশ কৰে কৰেছেন যে, দুনিয়াতে তিনটি আমল সবচেয়ে উত্তম এবং শৈষ্ট । তা হচ্ছে-

আদি ও আসল লজ্জাতুল্লেখ তাৰিখেৰ কিতাব

১। বিদা অমেয়ণ কৰা । বিদা অমেয়ণকাৰী হল “হৃষীকুলুহ”

২। জিহাদ । আৰ আল্লাহৰ রাস্তায় জিহাদকাৰী “অলিভিয়াত”

৩। হালাল উপাজৰ্জন । আৰ হালাল উপাজৰ্জনকাৰী হল “নিকীবালুহ”

আলিমমগণ তিনি প্ৰকাৰ

১। আলেম বিল্লাহ ওয়া বি আমিৰিল্লাহ : অৰ্থাৎ মিলি বিধানেৰ বৰ্ষে আমলত কৰেন ।

২। আলেম বিল্লাহ লা বিল আমিৰিল্লাহ : অৰ্থাৎ মিলি আলেম কৰেন এবং আমলত কৰেন কিন্তু মাসগালা স্মৃত বেশী জামা নাই ।

৩। আলেম বি আমিৰিল্লাহ লা বিল্লাহ : অৰ্থাৎ মাসগালা স্মৃত কৰেন এবং আলেম বি আমিৰিল্লাহ লা বিল্লাহ : অৰ্থাৎ মাসগালা স্মৃত কৰেন এবং মিলি বিধানেৰ পৰ্যন্ত তাৰ মাথে আল্লাহৰ জয় নাই ।

তিনটি কাজ আল্লাহৰ পছন্দ নয়

ফায়েদা : তিনি প্ৰকাৰ নিদা : ১। ধৰিকৰিৰ মাজলিসে নিদা যাওয়া । ২।

তিনি প্ৰকাৰ নিদা : ১। ধৰিকৰিৰ মাজলিসে নিদা যাওয়া । ২।

কজৰেৰ পৰে এবং ইঁশাৰ পূৰ্বে নিদা যাওয়া । ৩। দৰ্শন নামায়েৰ মধ্যে নিদা যাওয়া ।

তিনি প্ৰকাৰ হাসি : ১। জানায়াৰ সাথে চলাৰ সময় হাসা । ২। যিকিৰেৰ মাজলিসে হাসা । ৩। কৰিশ্বহনে হাসা ।

তিনটি ভুৱন্তুপূৰ্ণ কথা

আতোন ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, কতিপয় সম্ভাবী ব্যক্তি একে অপৰাধ প্ৰতি যখন চিঠি লিখতেন তখন অধিকাংশ সময় অবশ্যই তিনটি কথা লিখতেন । তা হচ্ছে-

১। যে ব্যক্তি পৰকালেৰ জন্য আমল কৰিবে, আল্লাহ তাঙ্গা অৱশ্যই তাৰ জন্য দুনিয়া তৈৰি কৰে দিবেন ।

২। যে ব্যক্তি সীমা অভিভূতিৰ অবশ্যাকে টিক কৰিবে, আল্লাহ তাঙ্গা তাৰ বাহ্যিক অবশ্যাকে সংশোধন কৰিবেন ।

ধাৰা চিনা বৰতমে লিখে সুগক্ষিযুক্ত তৈল ধাৰা খোত কৰে একটি ভৰে। তাতে অস্ত কিছ আৰুৰ মিশ্রিত কৰবো। কোন পাসকেৰ বিজো গোলে এই তৈল থেকে সমান্য তৈল মুখমণ্ডলে মালিশ কৰে ধাৰা পথি যাবই দৃষ্টি পড়বে সেই তাকে সমান কৰবো এবং তাৰ অগুগত হয়।

যাবে ।
 (৪) কোন লোক লিখে বৃষ্টিৰ পানি ধাৰা খোত কৰে ইন্দ্ৰীয় কৃষ্ণী- আলোকী লৈকে উল্লেখ কৰিব। তাৰ অঙ্গত হয় এবং আ঳াহ তাৰ ধাৰা ধীৰে প্রতিক্রিয়ান ঘটে ।
 (৫) কোন বাকি লিখে বৃষ্টিৰ পানি ধাৰা খোত কৰে ইন্দ্ৰীয় কৃষ্ণী- আলোকী লৈকে উল্লেখ কৰিব। তাৰ অঙ্গত হয় এবং আ঳াহ তাৰ ধাৰা ধীৰে প্রতিক্রিয়ান ঘটে ।
 (৬) কোন লোক লিখে বৃষ্টিৰ পানি ধাৰা খোত কৰে ইন্দ্ৰীয় কৃষ্ণী- আলোকী লৈকে উল্লেখ কৰিব। তাৰ অঙ্গত হয় এবং আ঳াহ তাৰ ধাৰা ধীৰে প্রতিক্রিয়ান ঘটে ।

(৩) কোন লোক লিখে বৃষ্টিৰ পানি ধাৰা খোত কৰে ইন্দ্ৰীয় কৃষ্ণী- আলোকী লৈকে উল্লেখ কৰিব। তাৰ অঙ্গত হয় এবং আ঳াহ তাৰ ধাৰা ধীৰে প্রতিক্রিয়ান ঘটে ।
 (৪) কোন বাকি লিখে বৃষ্টিৰ পানি ধাৰা খোত কৰে ইন্দ্ৰীয় কৃষ্ণী- আলোকী লৈকে উল্লেখ কৰিব। তাৰ অঙ্গত হয় এবং আ঳াহ তাৰ ধাৰা ধীৰে প্রতিক্রিয়ান ঘটে ।
 (৫) যে চাপ্র মাসেৰ দৌদ তাৰিখটি পুঁজিৰ হয়, সে দিন হতে
 (৬) পৰ্বত চিম বৰ্ণিত আয়ত মেশক জাফরান ও গোলাপ পানি
 ধাৰা লিখে মাদুলিতে অৱ মোম ধাৰা মুখ আটকিয়ে বাহতে ধাৰণ কৰলে
 ধাৰণেৰ মনে তাৰ প্ৰতাৰ প্ৰতিপত্তি বিঞ্চিৰ কৰবো । নৰ্বিষতা ও বৃংকতা
 থেকে নিৰাপদ থাকে এবং মালাদাৰ হবো ।

৪. এৰ কৰীলত

(১) কোন লোক ধীৰে প্রতিক্রিয়ান ঘটে ধাৰা ধীৰে, সে ধীৰে তাৰ সমস্ত মুক্তিৰ আসন হয়, বিপুল জীবিকা লাভ হবে এবং ব্যবহাৰ সমানিত আয়াত । এৱ স্বার্থক ব্যবহাৰ হলে বিৰাট আশৰ্যজনক বিষয় পৰিলক্ষিত হয় ।

৫. এৰ কৰীলত

(১) কোন লোক ধীৰি লিখে তাৰিজ বানিয়ে নিজেৰ সকে রাখে,
 তাৰ সমস্ত মুক্তিৰ আসন হয়, বিপুল জীবিকা লাভ হবে এবং ব্যবহাৰ
 মালামালে বৰকত হয় ।

(২) কোন লোক আৰুৰ ধীৰি লিখে ধীৰে প্রতিক্রিয়ান ঘটে ধাৰা ধীৰে, সে ধীৰে তাৰ সমস্ত মুক্তিৰ আসন হয়, বিপুল জীবিকা লাভ হবে এবং ব্যবহাৰ

ধাৰণ কৰলে সমস্ত যান্বয় তাকে সমান কৰবো । মানুষেৰ মনেৰ উপর তাৰ
 প্ৰভাৱ প্ৰতিপত্তি বিজোৱ কৰে ।

(৩) উপমোক্ত আয়াত লিখে ধীৰে প্রতিক্রিয়ান ঘটে ধাৰা ধীৰে, আ঳াহৰ রহমতে তাৰ সমুদয় খণ্ড পৰিৱৰ্ণন হয়ে যাবে ।
 (৪) কোন প্ৰাণৰ ব্যক্তিৰ ধীৰে প্রতিক্রিয়ান ঘটে ধাৰা ধীৰে, তাৰ
 উপরাঙ্গত আয়াত লিখে তাৰিজ বানিয়ে গলায় ব্যবহাৰ কৰলে দ্রুত তাৰ
 বিবাহ হয়ে যাবে এবং নেককৰ সাথী লাভ কৰবে ।